Contents

দ্বাদশ বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

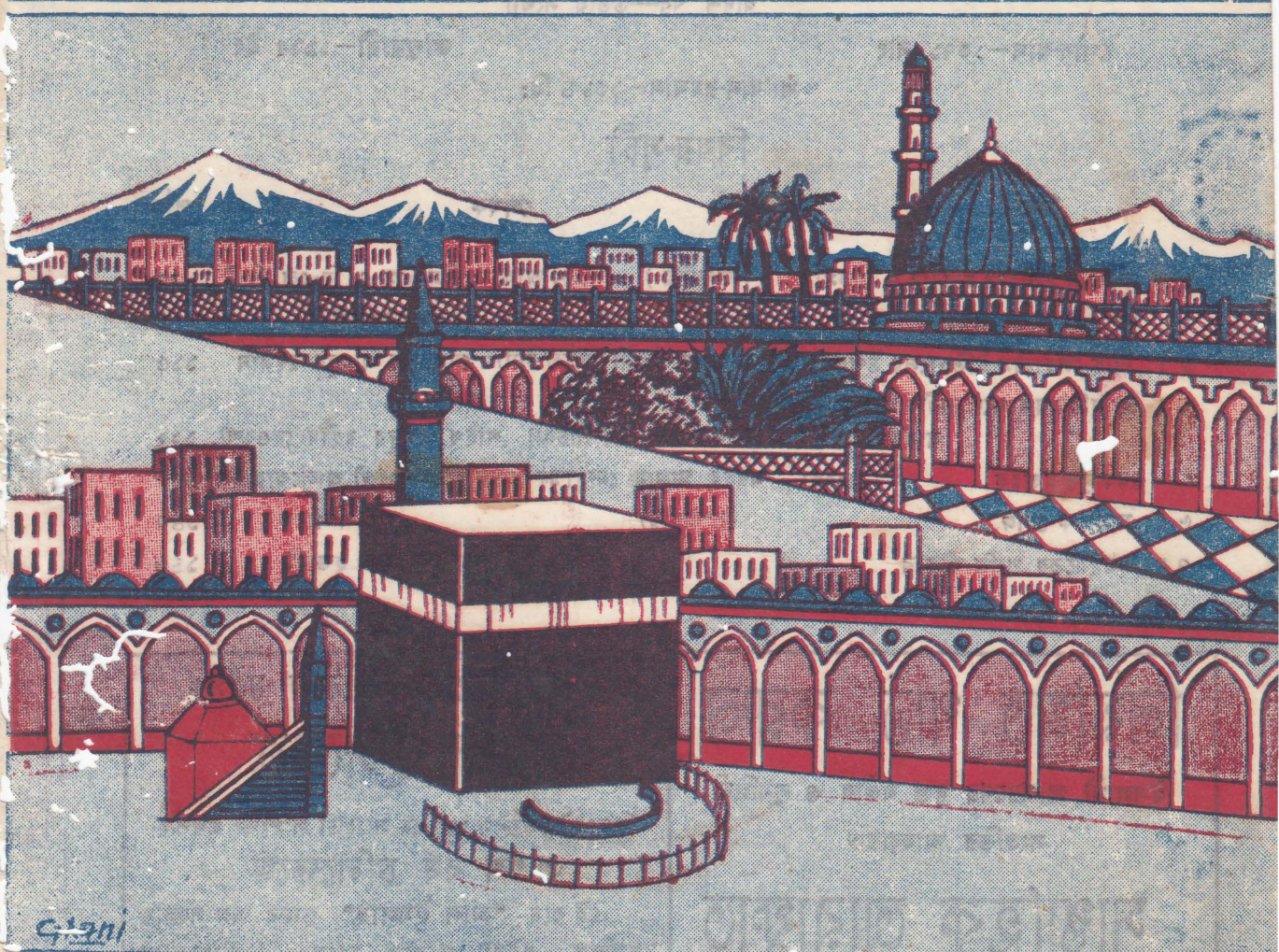

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

সম্পাদক
শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

পৌষ-মাঘ—১৩৭১ বাং　　জানুয়ারী—১৯৬৫ ইং

শা'বান-রমযান—১৩৮৪ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের অনুবাদ ও তফসীর (তফসীর)	শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ;	৯৯
২। মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা (হাদীস-অনুবাদ)	আবূ ইউসুফ দেওবন্দী	১০৭
৩। আহ্‌লেহাদীস ইতিহাসের উপকরণ :(ইতিহাস ও জীবনী আলোচনা)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১১৫
৪। রাষ্ট্রাধিনায়ক পদে নারীর অযোগ্যতা সম্পর্কীয় হাদীস (আলোচনার পর্যালোচনা)	শাইখ আবদুর রহীম দেওবন্দী	১২২
৫। রমযানুল মুবারক (প্রবন্ধ)	মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	১৩৮
৬। সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদীয়)	সম্পাদক	১৪৩
৭। জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	১৫৬

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৮ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০　ষান্মাসিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলেট-কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৩শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ
জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলেট।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

(মাসিক)

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

দ্বাদশ বর্ষ	ডিসেম্বর ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ, রজব-সাবান ১৩৮৪, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭১ বংগাব্দ	তৃতীয় সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير القران العظيم
কুরআন-মজীদের ভাষ্য

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

٢٦٦ أيود أحدكم أن تكون له
جنة من نخيل وأعناب تجري من
تحتها الأنهر له فيها من كل الثمرت

২৬৬। তোমাদের কাহারও যদি খেজুর-আঙ্গুরের এমন বাগান থাকে যাহার নিম্ন ধার দিয়া নদী বহিয়া চলে এবং যাহাতে তাহার জন্য সকল প্রকার ফল জন্মে—— তারপর তাহার সন্তানাদি দুর্বল, অসহায় থাকা অবস্থাতেই তাহাকে যদি বার্ধক্য পৌঁছে

www.ahlehadeethbd.org

وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ،
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ،
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ٠

تবে ঐ সময়ে সে কি ইহা চায় যে, তাহার ঐ বাগানে আগুনের ঘুর্ণী-স্তম্ভ পৌঁছিয়া উহাকে জ্বালাইয়া ফেলুক ? [না ; তা সে কখনই চায় না] [২৭৫] আল্লাহ তাঁহার যুক্তিগুলি তোমাদের জন্য এইরূপে বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে তোমরা উহা অনুধাবন [করতঃ উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ] করিতে পার।

٢٦٧ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا
مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ
مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ

২৬৭। ওহে মুমিনেরা, যে হালাল মাল তোমরা উপার্জন কর তাহা হইতে, এবং আমি তোমাদের জন্য মাটি হইতে যাহা বাহির করি তাহা হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি তোমরা আল্লার রাহে খরচ কর। আর আল্লার রাহে খরচ করিতে গিয়া তোমরা এমন নিকৃষ্ট দ্রব্যের ইচ্ছাও করিও না যে দ্রব্য সম্পর্কে তোমরা উদাসীন না হইলে তোমরা উহা গ্রহণ করিবার পাত্রই নও। [২৭৬] আর জানিয়া

২৭৫। আয়াতের সার মর্ম এই যে, বৃদ্ধকালে মানুষ যখন দুর্বল ও রুযী রোযগার উপার্জনে অক্ষম হইয়া পড়ে তখন যদি আবার তাহার দুর্বল, অসহায় সন্তান-সন্ততি থাকে তাহা হইলে সে নিজের ও নিজ সন্তানদের ভরণ পোষণের চিন্তায় অস্থির হইয়া থাকে। ঐ সময়ে তাহার সহায়-সম্পত্তি, ধন-রত্ন ইত্যাদি বিনষ্ট হইলে সে যেমন চতুর্দিক অন্ধকার দেখে এবং তাহার যেমন দুর্দশার সীমা থাকে না—সেইরূপ কিয়ামত দিবসে মানুষ যখন একান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িবে সেই সময়ে মুনাফিকেরা, খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে সৎপথে ধন-সম্পদ ব্যয় কারীরা এবং যাহারা দান-খয়রাত করিবার পরে ঐ দানের কথা প্রচার করিয়া বেড়ায় অথবা দান-গ্রহীতাদেরে মনঃপীড়া দেয় তাহারা চতুর্দিক অন্ধকার দেখিবে এবং ঐ কিয়ামত দিবসে তাহাদের দুর্দশার অন্ত থাকিবে না।

২৭৬। তিরমিযী হাদীস গ্রন্থের 'তফসীর অধ্যায়ে' বারা' রাঃ-র যবানী বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : আমরা আনসার লোকেরা খেজুর বাগানওয়ালা ছিলাম। তাই আমাদের কেহ কেহ দুই এক ছড়া খেজুর মসজিদে লইয়া গিয়া উপরে লটকাইয়া দিত। আর মসজিদ-পার্শ্বস্থ কুটিরবাসী আহ্‌লুস-সুফ্‌ফা লোকদের খাদ্যের কোন সংস্থান না থাকায় তাঁহাদের ক্ষুধা পাইলে তাঁহারা লাঠি দিয়া ঐ ছড়াগুলিতে খোঁচা মারিতেন এবং 'বুসর' (কচি চুপসা-তুবড়া খেজুর) অথবা ভাল খুরমা যাহাই পড়িত তাহাই খাইতেন।

তারপর, আমাদের মধ্যে এমন কতক লোকও ছিল যাহাদের দান-খয়রাত করিতে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তাহারা সাধারণতঃ 'শীস' (যে খেজুরের মধ্যে তখনও বীচিই হয় নাই অথবা বীচি শক্ত হয় নাই এই প্রকার) খেজুর এবং হাশফ (নিকৃষ্টতম খেজুর অথবা দাগী-পচা) খেজুরের ছড়া অথবা যে খেজুর-কাঁদী অকালে ভাঙ্গিয়া পড়িত সেই কাঁদী মসজিদে লইয়া গিয়া উহা লটকাইয়া দিত। তাহাতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের ولا تيمموا হইতে ان تغمضوا فيه নাযিল করেন।

www.ahlehadeethbd.org

إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ [নিকৃষ্ট দান ব্যাপারে] বে-পরওয়া, [উৎকৃষ্ট দানের বদলা দিয়া] প্রশংসিত।

٢٦٨ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

২৬৮। [দান-খয়রাত ব্যাপারে] শয়তান তোমাদেরে দারিদ্রের ভয় দেখাইয়া থাকে এবং [তাই সে] তোমাদিগকে বেহায়াপনা কাজের [ও কৃপণতার] নির্দেশ দিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, [ঐ ব্যাপারে] আল্লাহ তোমাদেরে নিজ তরফ হইতে পাপ-মুক্তি ও প্রাচুর্য দানের ওয়াদা করেন। আর আল্লাহ দানে প্রশস্ত, সর্বজ্ঞ।

٢٦٩ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

২৬৯। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন ধ্রুব জ্ঞান দান করেন—এবং যাহাকেই ধ্রুব জ্ঞান দান করা হয় তাহাকে প্রকৃতপক্ষে প্রচুর মঙ্গলই দান করা হয়। আর বুদ্ধিমানগণ ছাড়া অপর কেহই শিক্ষা গ্রহণ করে না।

٢٧٠ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۝

২৭০। তোমরা যে কোন ব্যয়ই কর অথবা যে কোন মানতই মান তাহা আল্লাহ নিশ্চিতভাবে জানেন। আর অনাচারীদের জন্য কোন সহায় নাই।[২৭১]

২৭১। আয়াতের ব্যাখ্যা:—তোমরা অল্প মাল খরচ কর বা বেশী মাল খরচ কর; প্রকাশ্যে খরচ কর বা গোপনে খরচ কর; সৎ কাজে ব্যয় কর বা অন্যায় কাজে ব্যয় কর;—সবই আল্লাহ নিশ্চিতভাবে জানেন। সেইরূপ তোমরা সৎ কাজের মানত কর বা অন্যায় কাজের মানত কর; মানত পূর্ণ কর বা অপূর্ণ ছাড়িয়া দাও—সে সবও আল্লাহ নিশ্চিতভাবে জানেন এবং তদনুযায়ী আল্লাহ তোমাদেরে পুরস্কার ও শাস্তি দিবেন। যাহারা খরচ ব্যাপারে অথবা মানত ব্যাপারে অন্যায় আচরণ করিবে তাহাদের জন্য পরকালে শাস্তি অবধারিত। ঐ শাস্তি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সে সময়ে তাহাদের কোন সহায় পাওয়া যাইবে না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٧١ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا
هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

২৭১। সৎকাজে দান-খয়রাত তোমরা যদি প্রকাশ্যভাবে কর তবে উহা কত উত্তম! আর উহা যদি তোমরা চুপি চুপি গরীবদিগকে দাও তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য অধিকতর মঙ্গল-জনক। উহা তোমাদের অপরাধকে ঢাকিয়া ফেলিবে। আর তোমরা যাহাই কর তাহা আল্লাহ্ পরিজ্ঞাত থাকেন।[২৭৮]

٢٧٢ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ
خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ
اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

২৭২। [হে রসূল,] লোকদেরে পথে আনা আপনার কর্তব্য নয়—বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে পথে আনেন। আর [হে মুমিনেরা,] তোমরা যাহা কিছু ধন-সম্পদ ব্যয় কর তাহাতে তোমাদের নিজেদেরই উপকার রহিয়াছে। কারণ তোমরা আল্লার সন্তোষ-বিধান ছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্যে তো ব্যয় কর না। কাজেই তোমরা যে ধন-সম্পদই ব্যয় কর তাহার প্রতিদান তোমাদিগকে পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

٢٧٣ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ

২৭৩। দান-খয়রাত ঐ দরিদ্রদের প্রাপ্য যাহারা আল্লার পথে আটক রহিয়াছে বলিয়া [রোযগারের উদ্দেশ্যে] দুনয়াতে পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম হয় না।[২৭৯] [তাহাদের সম্বন্ধে] অজ্ঞ

২৭৮। ফরয, ওাজিব, মানত প্রভৃতি অবশ্য আদায়যোগ্য দান সাধারণতঃ প্রকাশ্যভাবে দেওয়া এবং নফল দান সাধারণতঃ গোপনে দেওয়া অধিকতর কল্যাণকর।

রিয়াকারীর মনোভাব আসিবার আশঙ্কা হইলে সকল প্রকার দানই গোপনে দেওয়া অধিকতর কল্যাণকর।

অপরকে যখন দান-খয়রাত ব্যাপারে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয় তখন নফল দান-খয়রাত প্রকাশ্যভাবে দেওয়াই অধিকতর কল্যাণকর হইয়া থাকে।

২৭৯। আল্লার পথে আটক দরিদ্রগণ বলিতে ঐ দরিদ্র মুহাজিরদিগকে বুঝান হইয়াছিল যাহাদের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন কিছুই মদীনাতে ছিল না। তাঁহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চারি শত। তাঁহারা মদীনার মসজিদ-নববী সংলগ্ন চালা-ঘরে বাস করিতেন। কুরআন ও হাদীস শিক্ষালাভে তাঁহারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ সঃ যখনই কোন সৈন্য বাহিনী জেহাদে পাঠাইতেন তখনই তাঁহারা তাহাতে যোগদান করিতেন। ঐ সুফ্‌ফাবাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে মুসলমানদিগকে উৎসাহিত করেন।

এই আয়াত মতে অভাবী মুজাহিদ এবং যাহারা দীনী ইল্‌ম হাসিল করিতে, অথবা দীনী ইল্‌ম শিক্ষা-দানে অথবা দীন ইসলাম প্রচারে মশগুল থাকেন তাঁহারা দান খয়রাত পাইবার হকদার।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

البيع مثل الربوا، واحل الله البيع وحرم
الربوا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف
تعرفهم بسيمهم، لايسئلون الناس الحافا.
وما تنفقوا من خير فان الله بــه
عليم •

২৭৪ الذين ينفقون اموالهم
بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم
اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم
ولا هم يحزنون •

২৭৫ الذين ياكلون الربوا لايقومون
الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطن
من المس، ذلك بانهم قالوا انما

লোকে তাহাদের আত্ম-মর্যাদার কারণে তাহাদিগকে অভাবশূন্য মনে করে। তাহাদের বাহ্যিক আলামত দ্বারা তুমি তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। তাহারা লোকদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া ভিক্ষা চায় না।[২৮০] [অতএব, হে মুস্লিমগণ, তাহাদের জন্য] তোমরা যে ধন সম্পদ ব্যয় কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অবহিত থাকেন। [এবং তিনি তোমাদিগকে উহার প্রতিদান দিবেন।]

২৭৪। যাহারা রাত্রি-দিন, গোপনে ও প্রকাশে,[২৮১] নিজ নিজ ধন-সম্পদ [দানে] ব্যয় করিতে থাকে তাহাদের জন্য তাহাদের রব্বের নিকটে তাহাদের প্রাপ্য প্রতিদান রহিয়াছে। তাহাদের জন্য কোন ভয়ও নাই এবং তাহারা হতাশা-গ্রস্তও হইবে না।

২৭৫। শয়তানের স্পর্শে কেহ জ্ঞানহারা হইয়া ভূপাতিত হইলে শয়তান যখন তাহাকে এদিকে ওদিকে হাত পা ছুড়াইতে থাকে সেই সময়ে সে যে ভাবে [উঠিয়া পড়িয়া, উঠিয়া পড়িয়া] দাঁড়ায়—যাহারা সুদ খায় তাহারা [কবর হইতে উঠিবার কালে] ঐ ভাবে দাঁড়াইবে। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ কেনা-বেচা হালাল করিলেন এবং সুদ হারাম করিলেন, অথচ তাহারা বলিল, "কেনা-বেচা তো নিশ্চয়ই সুদেরই অনুরূপ।"[২৮২]

২৮০। কাহাকেও জড়াইয়া ধরিয়া কিছু চাওয়া দূরের কথা, সুফ্ফাবাসীগণ মোটেই কাহারও নিকটে কিছুই চাহিতেন না। 'জড়াইয়া ধরা' কথাটি আয়াতে উল্লেখ করার রহস্য এই যে, সুফ্ফা-বাসীগণ যে অবস্থায় কাল কাটাইতেন ঐরূপ অবস্থায় আর কেহ পড়িলে সে সাধারণতঃ জড়াইয়া ধরিয়াই ভিক্ষা করিয়া থাকে। সুফ্ফ-বাসীদের ঐ প্রকারের শোচনীয় অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করতঃ তাঁহাদের আত্মমর্যাদা প্রকাশ করিবার জন্য ঐ কথাটি ব্যক্ত করা হইয়াছে।

২৮১। ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন যে ভাবে দান-খয়রাত করিবার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন যাহারা নিজ সামর্থ অনুযায়ী সেই ভাবে দান-খয়রাতে পশ্চাৎপদ হয় না।

২৮২। তাহারা বলিত: সুদের বেলায় কোন ব্যক্তিকে যে পরিমাণ টাকা-পয়সা, দ্রব্য সামগ্রী দেওয়া হয়, কিছু কাল পরে ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে উহা অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণ টাকা-পয়সা ও দ্রব্য-সামগ্রী

www.ahlehadeethbd.org

فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

অনন্তর যাহার নিকটে তাহার রব্বের তরফ হইতে উপদেশ-বাণী আসিবার ফলে সে সুদ গ্রহণে ক্ষান্ত হইল তবে পূর্বে সে যাহা লইয়াছে তাহা তাহারই থাকিবে। এবং তাহার অপর ব্যাপারের মীমাংসা আল্লার হাতে। আর যাহারা সুদ গ্রহণের দিকে ফিরিয়া যায় তাহারা জাহান্নামের আগুনের অধিবাসী—তাহারা উহার মধ্যে দীর্ঘ কাল অবস্থানকারী হইবে।

২৭৬ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○

২৭৬। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ কোনও ঘোর অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।[২৮৩]

লওয়া হয়। কেনা-বেচার বেলায়ও তো সেইরূপ যে পরিমাণ টাকা-পয়সা বা দ্রব্য-সামগ্রী দিয়া কোন কিছু কেনা হয় তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণ টাকা-পয়সা বা দ্রব্য-সামগ্রী লইয়াই তো উহা অপরের নিকটে বিক্রয় করা হয়। তবে সুদ ও কেনা-বেচায় মধ্যে প্রভেদ কোথায়? উভয়ই তো একই রকম হইল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, সকল মানুষের, সকল টাকা-পয়সার এবং সকল দ্রব্য-সামগ্রীর মূল মালিক আল্লাহ। কাজেই তিনি লোকের জন্য যাহা হালাল ঘোষণা করিবেন তাহাই লোকের পক্ষে হালাল হইবে, এবং তিনি লোকের জন্য যাহা হারাম ঘোষণা করিবেন তাহাই তাহাদের জন্য হারাম হইবে। ইহার ব্যতিক্রম কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

২৮৩। 'সুদকে নিশ্চিহ্ন করিবার' তাৎপর্য দুই প্রকার হইতে পারে। (এক) সুদখোরকে ও সুদ-দাতাকে আল্লাহ তা'আলা দুনয়াতেই নিঃস্ব করিয়া ছাড়েন। (দুই) সুদখোর ও সুদ-দানকারী সুদের মাল দিয়া দুনয়াতে যে সকল নেক কাজ করে সে সবই আখিরাতে বাতিল ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইবে।

সেইরূপ 'দান-খয়রাতকে বর্ধিত করিবারও' দুই প্রকার তাৎপর্য হইতে পারে। (এক) আল্লাহ তা'আলা দাতাকে সারা জীবন সচ্ছল অবস্থাতে রাখেন। (দুই) দাতা যাহাই দান-খয়রাত করে তাহারই বহু গুণ বেশী প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা পরকালে তাহাকে দিবেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে আবু হুরাইরার যবানী বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন যে, কোন মুসলিম যখন তাহার হালাল রোযগার হইতে কিছু আল্লার ওয়াস্তে দান করে তখন ঐ দানটি আল্লাহ তা'আলা নিজ ডা'ন হাতে গ্রহণ করেন। দানটি সামান্য একটি খেজুর হইলেও আল্লাহ তা'আলা উহাই করেন। তারপর তোমরা যেমন বাচ্চা ঘোড়াকে লালন পালন করিয়া বড় করিয়া থাক ঐ দানটি সেইরূপ আল্লাহ তা'আলার হাতে থাকিয়া বাড়িতে বাড়িতে পাহাড় সমান হইয়া উঠে।

আয়াতের শেষ অংশে সুদখোরকে ঘোর অকৃতজ্ঞ, পাপী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٧٧ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

২৭৭। যাহারা ঈমান রাখিয়া নেক কাজ-গুলি করিয়া চলিয়াছে, নমায যথা নিয়মে পালন করিয়া ও যকাত প্রদান করিয়া চলিয়াছে তাহাদের জন্য তাহাদের রব্বের নিকটে তাহাদের প্রাপ্য প্রতিদান রহিয়াছে। তাহাদের জন্য কোন ভয়ও নাই এবং তাহারা হতাশাগ্রস্তও হইবে না।

٢٧٨ يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوۤا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

২৭৮। ওহে মুমিনেরা, আল্লাকে সমীহ করিয়া চল এবং পাওনা সুদের যাহা কিছু বাকী পড়িয়া রহিয়াছে [এখনও আদায় হয় নাই] তাহা তোমরা ছাড়িয়া দাও—যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাক তবে।

٢٧٩ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

২৭৯। তোমরা যদি উহা না কর তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ কর।[২৮৪] আর তোমরা যদি বকেয়া সুদ গ্রহণ হইতে তওবা কর তাহা হইলে তোমাদের মূলধন তোমাদের প্রাপ্য হইবে—তোমরাও যুলম করিতে পারিবে না এবং তোমা-দের প্রতিও যুলম করা হইবে না।[২৮৫]

২৮৪। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে সুদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার উক্তি হইতে সুদ-গ্রহণ হারাম হওয়ার চরম গুরুত্ব এবং সুদ-গ্রহণের ঘোর জঘন্যতা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহার পরেও যাহারা সুদকে বা সুদের প্রকারবিশেষকে হালাল বলিয়া ফৎওা দিবার ধৃষ্টতা দেখায় তাহারা নিশ্চিতভাবে নিজ প্রবৃত্তির বান্দা।

সে কালে এই আয়াতটি যখন নাযিল হইয়াছিল তখন সুদখোরেরা এক বাক্যে বলিয়া উঠিয়াছিল, "আমরা সুদের কারবার পরিত্যাগ করিলাম। আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।"

২৮৫। ইহার তৎপর্য এই যে পাওনাদার মূল-ধনের অতিরিক্ত লইতে পারিবে না এবং দেনাদার মূল-ধনের কম দিয়া অব্যাহতি পাইবে না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٨٠ وان كان ذو عسرة فنظرة
الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم
ان كنتم تعلمون •

২৮০। আর অবস্থাহীন দেনাদার থাকিলে তাহার সচ্ছলতা পর্যন্ত [পাওনাদারকে] অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু [হে পাওনদারেরা,] তোমরা যদি প্রকৃত ব্যাপার জানিয়া থাক তাহা হইলে বুঝিবে যে, [তোমাদের পাওনা] তাহাদিগকে খয়রাত করিয়া দেওয়াই তোমাদের পক্ষে উত্তম ও অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে।

٢٨١ واتقوا يوما ترجعون فيه
الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت
وهم لا يظلمون •

২৮১। আর [হে মুমিনগণ,] তোমরা ঐ সময়টিকে সমীহ করিয়া চল যে সময়ে তোমাদিগকে আল্লার দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে এবং তারপর প্রত্যেক লোকে যাহা করিয়া থাকিবে তাহাকে উহার প্রতিদান পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে এবং তাহাদের কাহারও প্রতি অবিচার করা হইবে না।

www.ahlehadeethbd.org

মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ

—আবু য়ুসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

শরী'আত-গর্হিত কার্যের শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি

بَابُ حَدِّ الزَّانِى

ব্যভিচারীর শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি

৩৮৪। সা'ঈদ ইব্ন সা'দ ইব্ন 'উবাদা রাঃ বলেন, আমাদের বাড়ীতে একজন দুর্বল ক্ষুদ্রকায় পুরুষ লোক থাকিত। অনন্তর, সে কোন লোকের একটি বাঁদীর সহিত বদ কাজ করিয়া বসে। তখন সা'দ রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকটে উহা উল্লেখ করিলে তিনি বলেন :

اِضْرِبُوْهُ حَدَّهُ

"তাহাকে বেত্রাঘাত শাস্তি দাও।"

সাহাবীগণ বলেন, "আল্লার রসূল, সে এত দুর্বল যে, সে উহা সহ্য করিতে পারিবে না।"

তাহাতে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন,

خُذُوْا عِثْكَالًا فِيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ

ثُمَّ اضْرِبُوْهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً •

"এক শত প্রশাখাবিশিষ্ট খেজুর-কাঁদির একটি ডাঁটা লও। তারপর, উহা দ্বারা তাহাকে একবার আঘাত কর।"

অনন্তর লোকে তাহাই করিল।[৯]

—আহমদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা। হাদীসটির বর্ণনাশৃঙ্খল হাসান; কিন্তু উহার মুত্তাসিল ও মুরসাল হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে।

৩৮৫। ইব্ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ وَمَنْ وَجَدْتُمُوْهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ •

"তোমরা যদি কাহাকেও লূৎ পয়গম্বরের কওমের কাজটি করিতে দেখিতে পাও তবে যে ঐ কাজ করে এবং যাহার সহিত ঐ কাজ করা হয় উভয়কেই তোমরা হত্যা কর। আর তোমরা যদি কাহাকেও কোন চতুষ্পদ পশুর সহিত উপগমন করিতে দেখ তাহা হইলে তোমরা তাহাকে

৯। এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, বেত্রাঘাতে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকিলে বেত্রাঘাতের সংখ্যা ঠিক রাখিয়া মৃদুভাবে প্রহার করিতে হইবে। মৃত্যুদণ্ড শাস্তি ছাড়া অপর যে কোন শাস্তি দিতে গিয়া যদি অপরাধীর মৃত্যু ঘটে তবে শাস্তি প্রয়োগকারী নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইবে। চোরের হাত কাটা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

www.ahlehadeethbd.org

হত্যা কর এবং পশুটিকেও হত্যা কর।"[১০]

—আহমাদ ও সুনান চতুষ্টয়। হাদীসটির রাবীগণ বিশ্বস্ত। কিন্তু এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে।

৩৮৬। ইব্ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) বেত্রাঘাতও করিয়াছিলেন এবং দেশ হইতে বহিষ্কৃতও করিয়াছিলেন। আবূ বকরও বেত্রাঘাত এবং নির্বাসন দণ্ড দিয়াছিলেন। 'উমরও বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন এবং নির্বাসিত করিয়াছিলেন।

—তিরমিযী। ইহার রাবীগণ বিশ্বস্ত; কিন্তু ইহার 'মরফূ' এবং 'মওকূফ' হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।[১১]

১০। এই হাদীসের প্রথম অংশের উপর নির্ভর করিয়া কোন কোন ইমাম এই মত পোষণ করেন যে, পুং-মৈথুনের নিষিদ্ধতা জানা সত্ত্বেও পুং-মৈথুনে স্বেচ্ছায় লিপ্ত ব্যক্তিদ্বয়কে——তাহারা কুমারই হউক আর স্ত্রী সম্ভোগীই হউক উভয় অবস্থাতেই—হত্যা করা হইবে।

আবার কোন কোন ইমাম পুং-মৈথুনকে ব্যভিচারের পর্যায়ভুক্ত করিয়া ইহার জন্য ব্যভিচারের শাস্তির ফৎওয়া দিয়াছেন।

বস্তুতঃ, যে হাদীসটি বুখারী-মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে সঙ্কলিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হয় নাই কেবলমাত্র এমন একটি হাদীসকে ভিত্তি করিয়া প্রাণদণ্ডের ফৎওয়া দেওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। তারপর ব্যভিচারের তুলনায় পুং-মৈথুন লঘুতর এবং কামজনিত স্পর্শের তুলনায় গুরুতর কাজ। কাজেই পুং-মৈথুনের প্রতি ব্যভিচারের শাস্তিও প্রযোজ্য হইতে পারে না; আবার উহা বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দেওয়াও চলে না।

তিরমিযীর ভাষ্য তুহ্ফাতুল-আহ্অযী গ্রন্থে ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম এই——

ইমাম আবূ হানীফার মত এবং ইমাম শাফি'ঈর একটি মত এই যে, পুং-মৈথুনের জন্য ইমাম বা আমীর নিজ জ্ঞান ও বিবেচনামতে পাত্রভেদে এমন শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে ঐ জঘন্য কাজ নিবারিত হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে। ঐ শাস্তি অবশ্যই আশি বেত্রাঘাতের কম হইতে হইবে।

তারপর, পশুর সহিত সঙ্গমের কথা। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসের কেবলমাত্র দ্বিতীয় অংশটি ইব্ন আব্বাসের যবানী রিওয়ায়াত করিবার পরে বলেন,

"এই হাদীসটি আমরা ইব্ন-আব্বাস হইতে 'ইকরিমা, 'ইকরিমা হইতে আবূ 'আমর-তনয় 'আমর ছাড়া অপর কাহারও মারফতে পাই না। অধিকন্তু সুফ্য়ান সওরী 'আসিম হইতে, 'আসিম আবূ রযীন হইতে, আবূ-রযীন ইব্ন-'আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন, ইব্নে 'আব্বাস রাঃ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশুর সহিত উপগমন করে তাহার জন্য কোন 'হাদ্দ' নাই।

(অর্থাৎ শরী'আতে তাহার জন্য নির্দিষ্ট কোন শাস্তির বিধান দেওয়া হয় নাই।)"

অতঃপর ইমাম তিরমিযী এই হাদীস সম্পর্কে নিজ সনদ সুফ্য়ান পর্যন্ত বর্ণনা করিবার পরে বলেন, "প্রথম হাদীসটির তুলনায় এই হাদীসটি অধিকতর সহীহ।"

এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পশুর সহিত সঙ্গমের জন্যও ইমাম বা আমীর নিজ জ্ঞান ও বিবেচনামতে পাত্রভেদে এমন শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে ঐ জঘন্য কাজ নিবারিত হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে। ঐ শাস্তি অবশ্যই আশি বেত্রাঘাতের কম হইতে হইবে। ইহাই অধিকাংশ ইমামের মত।

১১। অর্থাৎ "নবী সঃ বেত্রাঘাতও করেন এবং দেশ হইতে বহিষ্কৃতও করেন" এই অংশটি ইব্ন উমর বলিয়াছেন কি না সে সম্বন্ধে পরবর্তী বর্ণনাকারীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

www.ahlehadeethbd.org

৩৮৭। ইব্ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, স্ত্রী-খাস্লতধারী পুরুষদিগকে এবং পুরুষ-খাসলতধারী স্ত্রীলোকদিগকে রসূলুল্লাহ সঃ লা'নৎ করিয়াছেন। আরও তিনি বলিয়াছেন—

اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ

"তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের বাড়ী হইতে বাহির করিয়া রাখ।"[১২]

৩৮৮। (ক) আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

اِدْفَعُوا الْحُدُوْدَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا

"শরী'আত নির্ধারিত শাস্তিগুলির প্রতিরোধে যখনই তোমরা কোন সঙ্গত কারণ পাইবে তখনই উহার প্রয়োগ রহিত করিও।"

—ইব্ন মাজা; দুর্বল সনদে।

(খ) 'আয়িশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اِدْرَؤُا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে যতদূর পার মুসলিমদের প্রতি শরী'আত-নির্ধারিত শাস্তিগুলির প্রয়োগ রহিত রাখ।"

—তিরমিযী ও হাকিম। এই রিওয়ায়াতটিও য'ঈফ।

(গ) 'আলী রাঃ বলিয়াছেন, "অপরাধ প্রমাণ ব্যাপারে সন্দেহের কারণে তোমরা শরী'আত-নির্ধারিত শাস্তির প্রয়োগ বাতিল করিও।"

৩৮৯। ইব্ন ওমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اِجْتَنِبُوْا هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ الَّتِيْ نَهَى اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ، فَمَنْ اَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ تَعَالٰى وَلْيَتُبْ اِلَى اللهِ تَعَالٰى، فَاِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ تَعَالٰى ۔

"এই যে-সব জঘন্য কাজগুলি করিতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা দূরে থাক। অনন্তর, কেহ যদি উহা করিয়া বসে [এবং উহা প্রকাশ না পায়] তবে সে যেন আল্লাহ তা'আলার ঐ আবরণের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, এবং [উহা প্রকাশ না করিয়া] আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা করে। কারণ, যে কেহ [শাস্তি গ্রহণের জন্য] নিজেকে—নিজ চেহারাকে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করিবে তাহার প্রতি আমরা আল্লার কিতাবের বিধান জারী করিব।"

—হাকিম। মুঅত্তা গ্রন্থে 'যাইদ ইব্ন আসলাম' এর মুরসাল রূপে।

১২। হাদীসটিতে হিজড়াদেরে অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। হিজড়া দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে। তাহাদের কাহারও পুং-চিহ্নগুলি অধিকতর স্পষ্ট এবং কাহারও স্ত্রী চিহ্নগুলি অধিকতর প্রকাশ্য। প্রথম শ্রেণীর হিজড়াদিগকে পুরুষের পোষাক পরিতে হইবে এবং পুরুষের উপযোগী চাল-চলন, কাজ-কর্ম ইত্যাদি করিতে হইবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হিজড়াদিগকে স্ত্রীলোকের পোষাক পরিতে হইবে এবং স্ত্রীলোকের উপযোগী চাল-চলন কাজ-কর্ম ইত্যাদি করিতে হইবে। যে হিজড়া ইহার ব্যতিক্রম করিবে তাহার প্রতি রসূলুল্লাহ সঃ-র লা'নৎ রহিয়াছে। হিজড়াদের মধ্যে পুং ও স্ত্রী উভয় চিহ্ন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বাহ্যতঃ-পুরুষের পক্ষে স্ত্রী বেশ এবং বাহ্যতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ-বেশ ধারণের জন্য যেমন রসূলুল্লাহ সঃ র লা'নৎ বর্তমান রহিয়াছে সেইরূপ যাহারা সম্পূর্ণরূপে পুরুষ তাহারা যদি স্ত্রী-বেশ ধারণ করে অথবা স্ত্রীলোকোচিত কাজ কর্ম, আচার ব্যবহার ইত্যাদি করে এবং যাহারা পুরাপুরিভাবে স্ত্রীলোক তাহারা যদি পুরুষ-বেশ ধারণ করে অথবা পুরুষোচিত কাজ কর্ম আচার ব্যবহার ইত্যাদি করে তাহাদের প্রতিও রসূলুল্লাহ সঃ-র লা'নৎ রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

যিনার অপবাদ দিবার শাস্তি

৩৯০। 'আয়িশা রাঃ বলেন, আমার চরিত্রের পবিত্রতার সমর্থনে যখন কুরআন নাযিল হইল তখন রসূলুল্লাহ সঃ মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া উহা বর্ণনা করিলেন এবং কুরআন [-এর ঐ আয়াতগুলি] তিলাওৎ করিলেন। অনন্তর তিনি মিম্বর হইতে নামিয়া আসিয়া দুই জন পুরুষ লোক ও এক জন স্ত্রীলোক সম্পর্কে [যিনার অপবাদ-জনিত শাস্তির] হুকম করিলেন। ফলে তাহাদিগকে শাস্তিদণ্ডরূপে বেত্রাঘাত করা হইল।[১]—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। বুখারী এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

৩৯১। আনাস ইব্ন মালিক রাঃ বলেন, ইসলামে লি'আনের সর্বপ্রথম ঘটনাটি এই,—হিলাল ইব্ন উমাইয়া এই বলিয়া শরীক ইব্ন সাহ্মা সম্বন্ধে অপবাদ দেয় যে, হিলালের স্ত্রীর সহিত শরীক যিনা করিয়াছে। তাহাতে নবী সঃ হিলালকে বলেন,

الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

"প্রমাণ। নচেৎ তোমার পিঠে [বেত্রাঘাত] শাস্তি"[২]—আবূ য়া'লা। ইহার রাবীগণ বিশ্বস্ত।

বুখারী হাদীসগ্রন্থে ইব্ন আব্বাস রাঃ-র অনুরূপ বিবরণ রহিয়াছে।

৩৯২। আবদুল্লাহ ইব্ন রাবী'আ রহঃ বলেন, আবূ বকর, 'উমর, উসমান এবং তাঁহাদের পরবর্তীদের যমানা আমি পাইয়াছি এবং আমি তাঁহাদিগকে ব্যভিচারের অপবাদ ব্যাপারে গোলাম বাঁদীকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করিতেই দেখিয়াছি।[৩] —মালিক; নওবী তাঁহার জামি' গ্রন্থে।

১। হযরত 'আয়িশা রাঃ-র চরিত্রের পবিত্রতা বর্ণনা প্রসঙ্গে যে আয়াতগুলি নাযিল হয় তন্মধ্যে একটি আয়াত এই,—

"যাহারা সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাহারা যদি উহার পরে চারিজন সাক্ষী পেশ না করে তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত কর।"

হযরত 'আয়িশা সম্পর্কিত অপবাদে মূলতঃ ও প্রধানতঃ মুনাফিকেরা অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তিন জন খাঁটি মুসলিমও উহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। ঐ তিন জনকে বেত্রাঘাত করার বিবরণ এই হাদীসটিতে রহিয়াছে। ঐ তিন জনের মধ্যে এক জন ছিলেন ইসলামের কবি, রসূলুল্লাহ সঃ-র কবি হাস্সান ইব্ন সাবিত রাঃ, দ্বিতীয় জন ছিলেন হযরত আবূ বকর রাঃ-র ভাগিনেয় মিসতাহ রাঃ এবং তৃতীয় জন ছিলেন উম্মুল মুমিনীন যাইনাব বিন্ত জাহ্শ-এর ভগিনী হিম্না বিন্ত জাহ্শ রাঃ।

২। 'লি'আন' এর বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে ২৮৪—২৯১ নং হাদীসগুলিতে এবং তদ-সংশ্লিষ্ট টীকায় দেওয়া হইয়াছে। এই হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটিতে 'লি'আন' এর সঙ্গে সঙ্গে অপবাদও জড়িত থাকায় হাদীসটি এই অধ্যায়ে আনা হইয়াছে।

৩। সূরা অন্‌নিসাতে আছে—

"স্বাধীনা রমণীদের জন্য ব্যভিচারের যে শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে তাহার অর্ধেক শাস্তি বাঁদীদের জন্য হইবে।"

আল্লার এই কালামের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় সকল ইমাম এই মত পোষণ করেন যে, শরী'অতে যে অপরাধের জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত রহিয়াছে তাহার অর্ধেক দণ্ড বাঁদীদের জন্য হইবে।

তারপর অপবাদের শাস্তি যেহেতু আশিটি বেত্রাঘাত কাজেই গোলাম বাঁদীর জন্য অপবাদের শাস্তি হইবে চল্লিশটি বেত্রাঘাত।

www.ahlehadeethbd.org

৩৯৩। আবু হুরাইয়া রাঃ বলেন রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ۔

"কোন গোলাম বা বাঁদী যদি প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচার করিয়া না থাকে অথচ তাহার প্রভু তাহার সম্বন্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাহা হইলে কিয়ামত কালে ঐ প্রভুর উপরে অপবাদ-জনিত শাস্তি জারী করা হইবে।"—বুখারী ও মুসলিম।

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

চৌর্য অপরাধে দণ্ড।[১]

৩৯৪। (ক) 'আয়িশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ۔

"সিকি দীনার বা তদুর্ধ মূল্যের বস্তু [চুরি করা] না হইলে চোরের হাত কাটা যাইবে না।"

—বুখারী ও মুসলিম। শব্দ মুসলিম হইতে।

(খ) আর বুখারীর শব্দ এই—

تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

"সিকি দীনার বা তদুর্ধ মূল্যের বস্তুর [চুরির] কারণে চোরের হাত কাটা হইবে।"

(গ) আহমদের রিওয়ায়াত এই—

اِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ۔

"সিকি দীনারের [মূল্যের দ্রব্য চুরির] কারণে তোমরা হাত কাট। কিন্তু উহার চেয়ে যাহা কম [মূল্যের] তাহার জন্য তোমরা হাত কাটিও না।"

(ঘ) ইবনু উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢালের [চুরির] জন্য

১। কোন **বস্তুর মালিকানা** অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে, মালিকের অনুপস্থিতিতে অথবা মালিকের ঘুমন্ত অবস্থায়, যথাসম্ভব সুরক্ষিত স্থান ও হিফাযত হইতে কোন বস্তুর অপসারণকে চুরি বলা হয়।

কাজেই মালিকের অজ্ঞাতসারে মালিকের পকেট ইত্যাদি হইতে কোন কিছু সরাইয়া লওয়াও চুরির আওতায় পড়ে। পক্ষান্তরে অরক্ষিত স্থান হইতে কোন কিছু হস্তগত করা চুরির পর্যায়ে পড়ে না। সেইরূপ কোন দ্রব্য কাহারও নিকট হইতে জোর-জবরদস্তি ছিনাইয়া লওয়াও চুরির আওতায় পড়িবে না।

চুরি অপরাধের জন্য হাত-কাটা দণ্ড স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করিয়াছেন। সূরা 'আল্-মায়িদা'-র ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"আর চোর ও চোরনীর কথা,—তাহাদের হাত কাটিয়া ফেল।"

তারপর, হাত কত দুর পর্যন্ত কাটিতে হইবে, কোন্ হাত কাটিতে হইবে, কী ভাবে কাটিতে হইবে, কী পরিমাণ বস্তুর জন্য হাত কাটিতে হইবে—ইত্যাদি বিষয়গুলির বিবরণ কুরআন মজীদে নাই। ঐ ব্যাপারগুলি হাদীস হইতে জানা যায়।

www.ahlehadeethbd.org

নবী সঃ হাত কাটিবার হুকম করিয়াছিলেন।”[২]
—বুখারী ও মুসলিম।

৩৯৫। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهٗ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهٗ

২। কী পরিমাণ দ্রব্যাদি চুরি করার কারণে হাত-কাটা দণ্ড জারী করা যাইতে পারে তাহা এই হাদীস-গুলিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত আয়িশা রাঃ-র বর্ণিত হাদীস মতে কম পক্ষে সিকি দীনার মূল্যের বস্তু চুরির কারণে হাত কাটা হইবে।

সিকি দীনারের মূল্য-মান—বিভিন্ন হাদীস হইতে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সঃ-র যমানায় একটি দীনার সাধারণতঃ দশ দিরহামের সমান বলিয়া গৃহীত হইত। তদনুযায়ী সেকালের সিকি দীনার সেকালের আড়াই দিরহামের সমান ছিল।

তারপর, ইব্ন ‘উমর রাঃ-র বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরির কারণে নবী সঃ হাত কাটিবার হুকম দিয়াছিলেন।

হাদীস দুইটি হইতে প্রমাণিত হয় যে, সিকি দীনারের মূল্যমান এবং তিন দিরহামের মূল্যমান—এই দুইয়ের মধ্যে যে মূল্যমানটি অধিক হইবে তাহাই হাত কাটিবার জন্য ন্যূনতম পরিমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে।

নবী সঃ-র যমানায় দীনার ও দিরহামের স্বরূপ কী ছিল সে সম্বন্ধে আলিমদের তাহকীক এই ঃ—

সে কালে দীনারে ছয় আনি ওযনের সোনা থাকিত এবং দিরহামে সাড়ে চারি আনি চাঁদি থাকিত। তারপর, এক দীনার দশ দিরহামের সমান হওয়ায় সেকালে ছয় আনি সোনা (সাড়ে চারি আনি × ১০ =) ৪৫ আনি চাঁদির সমতুল্য হইত। সেকালে, এক আনি সোনার বদলে $\frac{৪৫}{৬} = \frac{১৫}{২} = ৭\frac{১}{২}$ সাড়ে সাত আনি চাঁদি পাওয়া যাইত। অর্থাৎ সেকালে সোনা ও চাঁদির অনুপাত ছিল ‘এক ঃ সাড়ে সাত’।

বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে সোনা-চাঁদির অনুপাত প্রায় এক ঃ পচাত্তরে উঠিয়াছে। বর্তমানে এ দেশে দেড় আনি সোনার মূল্য প্রায় ১৩/১৪ তেরো-চৌদ্দ টাকা; আর তিন দিরহাম তথা সাড়ে তেরো আনি চাঁদির মূল্য প্রায় পৌনে দুই টাকা।

এই সব লক্ষ্য করিয়া ইহা সন্দেহাতীতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, বর্তমানে এ দেশে ১৩/১৪ টাকার কম মূল্যের দ্রব্যের জন্য হাত কাটা শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে না।

আলোচনা এখানেই শেষ হয় না। ইহার আর একটি দিকও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহা হইতেছে, হযরতের যমানায় দিরহামের মূল্যমান বিবেচনা করা। এ সম্পর্কে হাদীস হইতে জানা যায় যে, সেকালে এক দিরহামে এক জনের পনেরো দিনের খাওয়া চলিত। হাদীসটি সংক্ষেপে এই—এক জন লোক রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট খয়রাত চাহিতে আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, তাহার বাড়ীতে কিছু অস্থাবর দ্রব্য রহিয়াছে। অনন্তর রসূলুল্লাহ সাঃ-র নির্দেশ-ক্রমে ঐ লোকটি তাহার ঐ অস্থাবর দ্রব্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলে রসূলুল্লাহ সঃ উহা দুই দিরহামে বিক্রয় করেন। তারপর নবী সঃ তাহাকে এক দিরহাম দিয়া খাদ্য কিনিয়া তাহার পরিবারে দিয়া আসিতে বলেন এবং অপর দিরহামটি দিয়া একটি কুড়াল কিনিয়া আনিতে বলেন। সে কুড়াল আনিলে নবী সঃ নিজ হাতে ঐ কুড়ালে ডাণ্ডা লাগাইয়া দিয়া বলেন, “যাও জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া বাজারে বিক্রয় কর এবং পনেরো দিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করিও।” লোকটি পনেরো দিনে ১০ দিরহাম রোযগার করিয়া নবী সঃ—র সহিত দেখা করিয়াছিল।—(হাদীস সমাপ্ত।)

এই হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, ঐ লোকটির পরিবারে তাহার স্ত্রীই হউক আর অপর কেহই হউক কমপক্ষে একজন লোক নিশ্চয় ছিল এবং তাহার পনেরো দিনের খোরাকীর জন্য এক দিরহাম যথেষ্ট ছিল। আর যদি ধরা হয় যে, ঐ লোকটি প্রত্যহ নিজ পরিবারে গিয়া আহার করিত তাহা হইলে প্রতীয়মান হইবে যে, সে কালে একজন লোকের এক মাসের খোরাকীর জন্য এক দিরহাম তথা সাড়ে চারি আনি চাঁদি তথা দশআনা মুদ্রা যথেষ্ট ছিল।

তারপর বর্তমানে এ দেশে এক জনের মাসিক খোরাকী গরীবানা হালে প্রায় ত্রিশ টাকা ধরিলে সেকালের ও একালের মূল্যমানের অনুপাত হয় প্রায় ১:৫০।

এখন দেড় আনি ওজনের সোনার মূল্য ১৪৲ কে মূল্যমানের বিচার করিয়া ৫০ দিয়া গুণ করিলে দাঁড়ায় ৭০০৲ সাতশত টাকা।

কাজেই বর্তমানে এদেশে ৭০০৲ সাতশত টাকার কম মূল্যের দ্রব্য চুরির জন্য হাত কাটা সম্পর্কে সঙ্গত সন্দেহ দেখা দেয়।

ফল কথা, চৌর্য অপরাধের জন্য হাত কাটার বিধান হইতেছে আল্লাহ তা‘আলার স্পষ্ট হুকম; কাজেই উহা অবশ্য পালনীয়। কিন্তু পরিমাণ নির্ধারণ ব্যাপারে ইজতিহাদের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। আলিমদের খিদমতে আরয, তাঁহারা এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া দেখিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"চোরকে আল্লাহ নিজ রহমত হইতে বঞ্চিত রাখুন! সে ডিম চুরি করিতে করিতে পরিণামে তাহার হাত কাটা হয়।"[৩]

—বুখারী ও মুসলিম।

৩৯৬। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসূলুল্লাহ সঃ [উসামাকে লক্ষ্য করিয়া রাগভরে] বলেন,

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ؟

"আল্লার নির্ধারিত দণ্ডগুলির একটি দণ্ড সম্পর্কে তুমি সুপারিশ করিতে চাও?"

তারপর রসূলুল্লাহ সঃ খুৎবা দিতে দাঁড়াইয়া বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ؟

"হে জনগণ, তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারা যে কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা এই—তাহাদের রীতি এই ছিল যে, তাহাদের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি চুরি করিত তাহা হইলে তাহারা তাহাকে [শাস্তি না দিয়া] ছাড়িয়া দিত। আর তাহাদের কোন অবস্থাহীন দুর্বল লোকে যদি চুরি করিত তাহা হইলে তাহারা উহার উপরে দণ্ড জারী করিত।"

—বুখারী ও মুসলিম। হাদীসের শব্দ মুসলিম হইতে গৃহীত।

৩৯৭। 'আয়িশা রাঃ বলেন, একজন স্ত্রীলোক [লোকের নিকট হইতে] জিনিসপত্র ধার লইয়া গিয়া পরে তাহা অস্বীকার করিয়া বসিত। ফলে, নবী সঃ তাহার হাত কাটিবার আদেশ করেন।

৩। পূর্বের হাদীসগুলি হইতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, সিকি দীনারের কম মূল্যের দ্রব্যের জন্য হাত কাটা যায় না; এবং ইহাও নিশ্চিত যে, একটি ডিম অথবা গরু-ছাগল বাঁধা এক টুকরা দড়ির মূল্য কোনক্রমেই সিকি দিনারের সমান হয় না অথচ এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, একটি ডিম অথবা গরু ছাগল বাঁধা এক টুকরা দড়ি চুরির জন্য হাত কাটা হয়। এই কারণে এই হাদীসটির বিভিন্ন ভাবার্থ ও বিভিন্ন তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। ইমাম নওবী সহীহ মুসলিমের ভাষ্যে পাঁচ প্রকার তাৎপর্যের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: একদল 'আলিম بيضة র অর্থ লৌহ-শিরস্ত্রাণ এবং حبل এর অর্থ জাহাজ বাঁধা কাছি ধরিয়া দেখাইতে চান যে, লৌহ-শিরস্ত্রাণ ও জাহাজ বাঁধা কাছির মূল্য নিশ্চিতরূপে সিকি দীনারের বেশী বলিয়া হাদীসটির মধ্যে অসঙ্গতির কোন কিছু নাই। এই তাৎপর্যটি সম্বন্ধে ইমাম নওবী বলেন,

হাদীসটির অনুসঙ্গ ভাব ও মর্মের সহিত এই তাৎপর্যটি মোটেই খাপ খায় না। কারণ, চোরের বোকামী ও আহমকী সর্ব সাধারণের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিবার অভিপ্রায়ে রসূলুল্লাহ সঃ এই উক্তিটি করেন। এই উক্তি দ্বারা তিনি বুঝাইতে চান যে, সামান্য নগণ্য দ্রব্য লাভ করিতে গিয়া চোর তাহার অমূল্য হাত হারাইয়া ফেলে। কী হতভাগা! ইত্যাদি। কাজেই بيضة র অর্থ 'শিরস্ত্রাণ' এবং حبل এর অর্থ 'কাছি' লওয়া এখানে কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না।

ইমাম নওবী আর যে চারিটি তাৎপর্য বর্ণনা করেন তন্মধ্যে সর্বাধিক সঙ্গত তাৎপর্যটি এই:

কোন লোক প্রথম প্রথম ডিম চুরি করিয়া তাহার চৌর্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করে। তাহাতে তাহার হাত কাটা হয় না বলিয়া সে ক্রমশঃ বড় ধরনের চুরি করিতে সাহসী হইয়া উঠে এবং অবশেষে কোন বড় চুরিতে ধরা পড়িয়া তাহার হাত কাটা হয়। এই প্রকার ক্ষেত্রে এ কথা বলা খুবই সঙ্গত হয় যে, মূলে ডিম চুরিই তাহার হাত কাটা যাওয়ার কারণ হইয়াছিল। ছোট খাট দড়ি চুরি সম্পর্কেও অনুরূপ তাৎপর্য প্রযোজ্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩৯৮। জাবির রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ •

"বিশ্বাস ভঙ্গকারী, যে ব্যক্তি অপরের দ্রব্য ছিনাইয়া লয় এবং লুট-পাটকারীর জন্য হাত-কাটা দণ্ড নাই।"[৪]

—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। তিরমিযী ও ইব্ন-হিব্বান এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন।

৩৯৯। রাফি' ইব্ন খাদাজ রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে সঃ বলিতে শুনিয়াছি—

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

"গাছে থাকাকালীন ফল চুরিতেও হাত কাটা হইবে না এবং খেজুর কাঁদির মুকুল চুরিতে হাত কাটা হইবে না।

—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। তিরমিযী এবং ইব্ন হিব্বান এই হাদীসটিকেও সহীহ বলিয়াছেন।

৪। এই তিন প্রকার অপরাধীর প্রতি হাত-কাটা দণ্ডটি জারী না হওয়ার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম নওবী বলেন,

যাহার দ্রব্যাদি এই তিন ভাবে অপহৃত হয় সে এই তিন প্রকার অপরাধীকে অন্ততঃপক্ষে চোখে দেখিতে পায়। কাজেই তাহার পক্ষে ঐ অপরাধীদের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার-প্রার্থনার উপায় থাকে। পক্ষান্তরে, যে দ্রব্য চুরি যায় সে চোর সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকায় একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়ে। এই কারণে চোরের জন্য যে কঠোর হাত-কাটা শাস্তির বিধান দেওয়া হইয়াছে এই তিন প্রকার অপরাধীর প্রতি তাহা প্রযোজ্য করা হয় নাই।

www.ahlehadeethbd.org

// আহ্‌লে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

পূর্ব প্রকাশিতের পর]

(৯)

বাঙ্গালা দেশে কুরআন ও হাদীসের প্রচারে এবং আমল বিল-হাদীসের প্রতিষ্ঠায় আহলে হাদীসগণের মধ্যে যাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অগণনীয়। ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবন কথা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বুঝাইয়া বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আমার ক্ষুদ্র চেষ্টা ও স্বল্প শ্রম এই ব্যাপারে এ পর্যন্ত খুব কামিয়াব না হইলেও একেবারে হতাশব্যাঞ্জক নয়। তর্জুমানের বর্তমান সংখ্যায় কয়েকজন বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ মরহুম আলিমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। ইহাঁদের ও অন্যান্য কৃতবিদ্য 'আলিম এবং আমল বিল-হাদীসের সংগ্রামী সাধকবৃন্দের সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ সাদরে গৃহীত হইবে।

ইতিপূর্বে ৪ জন 'আলিমের মোটামুটি পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইতেছে।

এই প্রবন্ধের তথ্যাবলী পুরাতন মাসিক ও সাপ্তাহিক আহ্‌লে হাদীস, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস, সাপ্তাহিক আরাফাত ছাড়া আর যাহাদের নিকট মৌখিক শ্রুত হইয়াছি তাহাদের নাম যথাস্থানে স্বীকৃতি দেওয়া হইবে।

১। আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মনসুরুর রহমান দেহলভী সুম্মা ঢাকাবী

পিতার নাম শয়খ নবাব জামালুদ্দীন আনসারী।

মওলানা মনসুরুর রহমান দিল্লীতে শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভীর নিকট অধ্যয়ন করেন। পরে ভূপালে আল্লামা শওকানীর ছাত্র মওলানা মুহসিন আনসারীর নিকট হাদীস পাঠ করেন। "আল্লামা শওকানী" গ্রন্থের লেখক মওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর মতে মওঃ মনসুরুর রহমান ১২৩৭ হিঃ সালে আমীরুল মুমেনীন সৈয়দ আহমদ শহীদ, আল্লামা ইস্‌মাইল শহীদ ও মওলানা আবদুল হাই প্রভৃতির সঙ্গে হজব্রত পালনের জন্য মক্কা মুয়ায্‌যমায় যান। সেই সময় মওঃ আবদুল হাই এবং তিনি ইয়ামানে আল্লামা শওকানীর খেদমতে উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে হাদীসের সনদ লাভ করেন

কিন্তু মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের মতে (আহলে-হাদীস পরিচিতি) তিনি আনুমানিক ১২৫০ হিজরীতে মওঃ বেলায়েত আলী সাহেবের সহিত ইয়ামানে গমন করেন এবং উভয়ে তাঁহার নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উচ্চ সনদ লাভ করেন।

যাহা হউক তবলীগ উপলক্ষে মওঃ মনসুরুর রহমান ঢাকা আগমন করেন। বংশালের সরদার হাজী বদরুদ্দীন প্রভৃতির আগ্রহে তিনি এখানেই থাকিয়া যান এবং মাণিকগঞ্জে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফল : বংশাল মসজিদের ভূতপূর্ব ইমাম, বিখ্যাত ওয়ায়েয ও শিরীন যবান মরহুম মওঃ আবদুল জব্বার আনসারী।

www.ahlehadeethbd.org

মওলানা মনসুরুর রহমান সাহেব বংশাল মসজিদে এক মাদ্রাসা খুলিয়া দেন এবং তথায় হাদীস, তফসীর প্রভৃতি পড়ান। পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন যিলা হইতে শিক্ষার্থীগণ তাঁহার খেদমতে হাযীর হইয়া হাদীস তফসীর অধ্যয়ন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর সঠিক সন জানা যায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে তিনি মারা যান বলিয়া মনে হয়।*

(২) মওলানা ফযলুল করীমঃ

মরহুম মওলানা ফযলুল করীমের আসল বাড়ী ছিল বীরভূম জিলায়। তিনি মওলানা সৈয়দ নযীর হুসেন সাহেবের ছাত্র ছিলেন। কোন এক উপলক্ষে তিনি ঢাকায় আগমন করেন এবং বংশাল মসজিদে মওলানা মনসূরুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় হাদীস তফসীর প্রভৃতি পড়াইতে থাকেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্ট আলেমে পরিণত হন। অতঃপর তিনি ঢাকা মুহসিনীয়া মাদ্রাসায় মুদার্‌রিস নিযুক্ত হন এবং পরে হেড মুদার্‌রিসে উন্নীত হন। তিনি একজন বিশিষ্ট ও বিজ্ঞ হাদীসবিদ আলেম ছিলিন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ইন্তিকাল ঘটে *

(৩) মওলানা যিল্লুর রহীম মঙ্গলকোটী, বর্ধমান

বাংলা দেশের আহলে হাদীস আলেমগণের মধ্যে সর্ব প্রাচীন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক আলিম ছিলেন বর্ধমানের সুপ্রাচীন গ্রাম মঙ্গলকোটের অধিবাসী মওলানা যিল্লুর রহীম মঙ্গলকোটী। তিনি সম্ভবতঃ মওলানা শাহ ইসহাকের ছাত্র। তবে মওলানা বেলায়েত আলী এবং মওলানা নযীর হুসেন সাহেবেরও ছাত্র ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

মঙ্গলকোটকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা দেশে হাদীসের জ্ঞান বিতরণের কাজ তিনি শুরু করিয়া দেন। আমল-বিল হাদীসের তিনি বিশিষ্ট প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম ও মৃত্যুসন এবং অন্যান্য তথ্য জানা যায় নাই।

(৪) মোহাম্মদ মঙ্গলকোটী,

মওলানা যিল্লুর রহীম মঙ্গলকোটীর সুযোগ্য পুত্র। ইনি নিশ্চিতরূপে মওলানা সৈয়দ নযীর হুসেনের ছাত্র। হাদীসের প্রচার এবং আহলে হাদীস মতবাদ প্রচারে তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়। বিস্তারিত তথ্য এবং মৃত্যুসন জানা যায় নাই।

(৫) মুফতী মওলানা আবদুল করীম বাসুদেবপুরী, চাপাই নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী

মুফতী মওলানা আবদুল করীমের সঠিক জন্ম তারীখ জানা নাই। ১৩১১ বাংলা সালের ১২ই আশ্বিন বুধবার প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা দেশে অর্জন করার পর অল্পবয়সেই তিনি হিন্দুস্থানে বিদ্যাশিক্ষার্থে গমন করেন। প্রায় ২৫ বৎসর কাল হিন্দুস্থানের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান ও শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি দিল্লীতে শায়খুল-কুল হযরত মওলানা নযীর হুসেন সাহেবের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। কোরআন ও হাদীসের দর্স দানের উচ্চ সনদলাভের পর তিনি বোম্বাই গমন করেন এবং সেখানে তিনি মুফতী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তথা হইতে পবিত্র ভূমি মক্কা মোয়াযযমায় গিয়া দুই বৎসর হেজাযে অবস্থানের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরিয়া শির্ক ও বিদআতের বিরুদ্ধে মুফতী সাহেব সংগ্রাম শুরু করিয়া দেন এবং

*জমঈয়তের সহ সভাপতি বংশালের মওঃ সামসুল হক সাহেবের নিকট হইতে উপরোক্ত তথ্য সংগৃহীত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রথমে সুলতানগঞ্জে এবং পরে স্বীয় গ্রামে তাহার প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায় হাদীস কুরআনের দর্স দিতে থাকেন। তাঁহার দীর্ঘদিনের বিরামহীন সাধনায় মালদহ ও রাজশাহী জিলার বিস্তীর্ণ এলাকায় কুরআন এবং হাদীসের আলো বিকীর্ণ হইয়া বহুলোক হেদায়ত প্রাপ্ত হয়। বাহাছ মুনাযিরায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং তাঁহার সফলতায় হাজার হাজার লোক আহলে হাদীস মত অবলম্বন করিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার শাগরিদদের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁহার জীবনের বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধার করিতে পারি নাই।

তিনি সুযোগ্য দুই পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ মওলানা আবদুস সামাদ সাহেব ১৯৪৮ সালে ইন্তিকাল করেন, কনিষ্ঠ মওলানা মুহাম্মদ হুসেন বাসুদেবপুরী পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট। তাঁহার বর্তমান বয়স ৭০ এর উর্ধে।

(৬) **আল্লামা মোহাম্মদ তাহের, মুহাদ্দিস ঃ**

বাঁশবাড়ী, সিলহেট ঃ জন্ম। ১২৭৫ হিঃ, মৃত্যু ঃ ১০ই আগষ্ট ১৯৪০ (?)। পিতার নাম আবদুল হামীদ চৌধুরী।

দেশে বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নের পর ২০ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় গিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। দুই বৎসর পর লক্ষ্ণৌর সুবিখ্যাত আলেম মওলানা আবদুল হাই সাহেবের খেদমতে হাযির হন। তিন বৎসর তথায় বিভিন্ন বিদ্যা এবং বিশেষ করিয়া ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়নের পর দিল্লীতে বিখ্যাত মুহাদ্দিস মওলানা সৈয়েদ নযীর হুসেনের বিশ্ববিশ্রুত মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে আসিয়া মিঞা সাহেবের নিকট ৫ বৎসর অবস্থান করিয়া সিহাহ সিত্তা শেষ করেন। হাদীসের শিক্ষা এবং মিঞা সাহেবের বিস্ময়কর প্রভাবে হাদীসানুরাগে উদ্বুদ্ধ হন এবং আহলে হাদীস মত গ্রহণ করিয়া হাদীসের দর্স দান এবং আমল বিল হাদীসের প্রতিষ্ঠা দানের কার্যকে জীবনব্রতরূপে অবলম্বন করেন।

অধ্যয়ন শেষে তিনি দিল্লীতে মিঞা সাহেবের মাদ্‌রাসাতেই হাদীস শিক্ষাদানের ভারপ্রাপ্ত হন। কিছুদিন পর প্রতি দিন ফারুকী প্রেসে ২ ঘণ্টা করিয়া কাজ করার দায়িত্বও গ্রহণ করেন। মিশকাতে ফারুকী ও ইব্‌নে মাজা ফারুকীতে তাঁহার হস্ত লিপির নমুনা রহিয়াছে।

দেশে ফিরিয়া তিনি হজ্ব করিতে যান। হজ্ব হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৩০৭ খৃঃ বাঁশবাড়ীতে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এই মাদ্‌রাসায় তিনি সিহাহসিত্তা, তফসীর ইত্যাদি পড়াইতেন। তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়া দেশ বিদেশের বহু শিক্ষার্থী বিখ্যাত আলেমে পরিণত হন।

সিলেটের গাঁছবাড়ী এবং কাছাড় জৈন্তাপুরের মাদ্‌রাসাতেও তিনি শিক্ষকতা করেন। অন্যান্য যে সব মাদ্‌রাসায় তিনি তাঁহার দীর্ঘ জীবনে কুরআন, তফসীর ও হাদীসের দর্স দিয়া অসংখ্য আলিম সৃষ্টি এবং আমল-বিল হাদীসের প্রচারে সহায়তা করেন উহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১। মাদ্‌রাসা দারুল হুদা, গোরদা, বর্ধমান

২। মাদ্‌রাসা দারুল-হাদীস,
মিসরীগঞ্জ, কলিকাতা।

৩। মাদ্‌রাসা দারুল-হাদীস
কলুটোলা, কলিকাতা

৪। দিল্লীতে মিঞা সাহেবের মাদ্‌রাসায় পুনঃ ৩ বৎসর।

সিলেটের বাঁশবাড়ীয়াতেই জীবনের শেষ কর্মক্ষম বয়স পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা করিতে থাকেন। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ এবং হিন্দুস্থানে তাঁহার ছাত্র সংখ্যা অগণনীয়। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ

* মওলানা মোহাম্মদ হুসেন বাসুদেবপুরী সাহেবের নিকট হইতে শ্রুত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১। মওঃ আবদুল্লাহ নদভী, বীরভূম
২। " আরজান আলী, সিলহেট
৩। " কাদির বখ্‌শ "
৪। " ইসমাঈল "
৫। " শামছুদ্দীন বগুড়া
৬। " মওঃ মহিউদ্দীন, ময়মনসিংহ
৭। " হুরমুজ আলী, সিলহেট
৮। " শফীকুর রহমান, "
৯। " আলীমুল্লাহ খান, ত্রিপুরা
১০। " নওয়াব আলী, "
১১। " মোহাম্মদ ইসমাঈল "
১২। " মুদ্দাছির আলী, ঢাকা
১৩। " আযীযুল বারী, ঢাকা

তাঁহার লিখিত পুস্তকের মধ্যে একমাত্র رد البدعت নামে একখানা কিতাবের নাম জানা গিয়াছে। সম্ভবতঃ উহা উর্দুতে লিখিত। "ফাতাওয়ায়ে নাযীরিয়ায়" অনেক ফতুয়ায় তাঁহার দস্তখতের উল্লেখ রহিয়াছে।*

৭। আল্লামা সৈয়েদ আবদুল হাদী, চট্টগ্রাম-দিনাজপুর।

[মৃত্যু ঃ ১৯০৬] স্বনামধন্য মওঃ আবদুল্লাহেল বাকী ও আহলে হাদীস আন্দোলনের নবজীবনদাতা মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর ওয়ালেদ মাজেদ। পিতার নাম সৈয়দ রাহাত আলী। তাঁহার দাদা—সৈয়দ বাকের আলী ছিলেন চট্টগ্রাম জজকোর্টের তদানীন্তন উকীল।

সৈয়েদ আবদুল হাদীর জন্ম সন সঠিক জানা নাই তবে ১৮৫১ কিম্বা উহার কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব।

চট্টগ্রামের বর্ধিষ্ণু গ্রাম সুলতানপুরে জন্ম। গ্রামে বাল্যশিক্ষা, কৈশোরে চট্টগ্রাম মুহসিনীয়া মাদরাসা এবং যৌবনে দিল্লীতে উস্তাযুল আসাতেযা আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসেন মিঞা সাহেবের নিকট সিহাহ্ সিত্তা অধ্যয়ন করিয়া ফয়েয লাভে ধন্য হন। দিল্লীতে তাহার সহপাঠীদের মধ্যে (বাংগালীদের মধ্যে) সিলেটের মওলানা মোহাঃ তাহের, বর্ধমান মঙ্গলকোটের মওলানা মোহাম্মদ মঙ্গলকোটী, টাংগাইলের মওলানা আকবর হুসেন এবং মুর্শীদাবাদ দেবকুণ্ডের মওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম দেবকুণ্ডী সমধিক প্রসিদ্ধ।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আহলে হাদীস আন্দোলনের এই বিপ্লবীবীর সুলতানপুরের তওহীদ ও সুন্নাহ বিরোধী পরিবেশে টিকিতে পারেন নাই। আত্মীয় স্বজন কর্তৃক লাঞ্ছিত এবং জনক ও সহোদরগণ কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া চিরদিনের জন্য জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি হুগলী গমন করেন।

প্রথমে তিনি হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে আরবী ও ফারসী ভাষার প্রধান শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হন, পরে হুগলী মাদরাসার শিক্ষকপদে বরিত হন। কিছুদিন পর তাঁহার 'ওহাবিয়তের' জন্য কর্মচ্যুত হন।

অতঃপর উত্তর বাংলার রংপুর জিলার ফুল বাড়ীতে ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। তৎপর তিনি উক্ত জিলার বদরগঞ্জ থানার লাল বাড়ীতে একটি মাদরাসা স্থাপন করিয়া আরবী সাহিত্য ও কুরআন হাদীসের দর্স দিতে শুরু করেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল—বিশেষ করিয়া উত্তর বংগে সর্ব এলাকার জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থী এখানে সমবেত হইয়া জ্ঞান-তৃষ্ণা মিটান এবং আমল বিল-হাদীসের চর্চা ঘরে ঘরে শুরু হয়। ১৮৮৫ খৃঃ মওলানা সৈয়েদ নযীর হুসেন তাঁহার

* সিলেট জিলার মওলানা মোহাম্মদ আলীর লিখিত বিবরণ হইতে সংক্ষেপায়িত।

www.ahlehadeethbd.org

বাংলা ভ্রমণের সময় ছাত্রের এই মাদরাসা পরিদর্শন করেন।

মিঞা সাহেবের অন্যতম শাগরেদ-রশীদ মওলানা আবদুল হালীম হজ্জে যাওয়ার সময় তাঁহার মুরীদগণের দায়িত্ব মওলানা আবদুল হাদীর উপর অর্পণ করিয়া যান। তিনি ফিরিয়া না আসায় রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়ার বিস্তৃত এলাকার শিষ্য বর্গের দেখাশুনার দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়।

জীবনের শেষের দিকে বিশেষ কারণে লালবাড়ী হইতে করতোয়া নদীর পশ্চিম পারে দিনাজপুর জিলার অন্তর্ভুক্ত "বস্তির আড়া" নামক স্থানে তিনি বাড়ী করেন এবং এখানে হেদায়তের মশাল প্রজ্জ্বলিত করেন। তদুপরি উক্ত স্থানের নাম হয় "নূরুল হুদা"। এখানকার মাদরাসায় প্রতি বৎসর শতাধিক ছাত্র কোরআন হাদীসের জ্ঞান আহরণ করিতেন। মাদরাসার সহিত একটি ছাত্রাবাস ছিল এবং ছাত্রদের আহার ছিল সম্পূর্ণ ফ্রী।

হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে মওলানা সাহেবের অগাধ পাণ্ডিত্ব ছিল। তাঁহার বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের হাশীয়া দৃষ্টে সেই জ্ঞান গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পারসী ভাষায় কতিপয় পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রাখিয়া যান। ১৯০৬ সালে সম্ভবতঃ ৬৫ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই যশস্বী আলেম ও সমাজকর্মীরূপে খ্যাত হন।*

৮। মওঃ ইব্রাহীম খলীল, দেবকুণ্ড মুর্শীদাবাদ।

মিঞা সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্র। মওঃ আবদুল হাদী ও মওলানা তাহেরের সমপাঠী।

আরবী সাহিত্য এবং কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রে অত্যন্ত সুবিজ্ঞ ছিলেন। সম্ভবতঃ বেলডাঙ্গা মাদ্‌রাসায় হাদীস পড়াইতেন। সেই যুগে তাঁহার মত কুরআন ও হাদীসে বিশেষজ্ঞ আলেম খুবই কম ছিল। জন্ম ও মৃত্যু তারীখ এবং জীবনের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই।

তাঁহার পুত্র নদওয়াতুল ওলামার ফারেগ, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের প্রথম জেঃ সেক্রেটারী মওলানা মওলা বখ্‌শ নদভী বর্ত্তমানে পাবনা শহরে বসবাস করিতেছেন।

৯। মওলানা নে'আমতুল্লাহ

কুলশুনা, বর্ধমান

বিংশ শতাব্দীর আহলেহাদীস আলেমকুল-শিরোমণি।

মওঃ সৈয়েদ নযীর হুসেন সাহেবের ছাত্র এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেবের হাদীসের উস্তাদ। কুলশুনা মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক ও মুদার্রেস ছিলেন। শুনা যায় মরহুম মওঃ আবদুল্লাহেল বাকী সাহেবও তাঁহার নিকট হইতে হাদীসের সনদ লাভ করেন।

আঞ্জুমানে আহলেহাদীস বাঙ্গলা ও আসামের তিনি বরাবর প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'ধোকা ভঞ্জন' নামে তাঁহার একখানা মসআলা সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশিত হয়। বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টায় আছি।

(০) মওঃ মোহাম্মদ ইবরাহীম

শেরশাহী, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ

মওঃ সৈয়েদ নযীর হুসেন সাহেবের ছাত্র। প্রাচীন হাদীস বিদ্যাবিশারদ আলেমগণের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। শেরশাহী মাদ্‌রাসায় সারাজীবন হাদীসের দর্স প্রদান করেন। হাদীসের জ্ঞানে এমন মাহের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

* মরহুম মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শী সাহেবকর্তৃক লিখিত তর্জুমানুল হাদীসে (৮ম বর্ষ···৭ম সংখ্যায়) প্রকাশিত প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনি এখনও জীবিত আছেন বলিয়া শুনা যায়। এসম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত নই। বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার বয়স এখন একশতের কিছু কম কিম্বা কিছু বেশী।

১১। মওলানা আবদুল গফুর উদয়ধুল, দিনাজপুর।

মিঞা সাহেবের ছাত্র। হাদীস শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার বহু মুরীদ মু'তাকীদের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রায় ১০০ বৎসর বয়সে ১৩৫৮ বাংলা সালে ১৩ই শ্রাবণ ইন্তেকাল করেন।

১২। মওলানা আবদুল্লাহ খাঁ পেশওয়ারী,

আদি বাসভূমি পেশওয়ার। তথা হইতে দিল্লী আসেন এবং হযরত মিঞা সাহেবের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। আহলে-হাদীস মতবাদ গ্রহণের ফলে তাঁহার পক্ষে আর দেশে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। দিল্লী হইতে বিহারে আসিয়া রাজমহলে কিছু দিন অবস্থানের পর মুর্শিদাবাদ জিলার হারুয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর জঙ্গীপুরী শহরে আসিয়া বিবাহ করেন।

তিনি সুন্নতের প্রচারে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করেন। বাহাস মুনাযিরায় অংশ গ্রহণ এবং আমল বিল হাদীসের প্রচারে সে যুগে মুর্শিদাবাদ জিলায় তাঁহার জুড়ি ছিলনা।

তাঁহার স্মরণ শক্তি ছিল অসাধারণ। হাদীস তফসীরের যে কোন বই তিনি একবার পড়িয়া থাকিলে প্রয়োজন মুহূর্তে সঙ্গে সঙ্গে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন। সহীহ, যয়ীফ ও মওযূ' হাদীস সম্পর্কে তাঁহার অতুলনীয় জ্ঞান ছিল। ওয়াযের কোন মজলিসে কোন মৌলবী মওযূ' হাদীস দূরের কথা যয়ীফ হাদীসের উল্লেখ করিলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাকে থামাইয়া দিয়া তিরস্কার করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে কিতাব বাহির করিয়া হাদীসের দুর্বলতা ও প্রক্ষিপ্ততা দেখাইয়া দিতেন। তিনি ১৯১১।১২ সালে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি উক্ত এলাকায় সর্বপ্রধান আলেম ছিলেন। তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ জিলার আহলে হাদীসগণের মুর্শেদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

১৩। মওলানা আবদুল মান্নান খাঁ—

মোহাম্মদপুর, পোঃ জঙ্গীপুর জিলা মুর্শিদাবাদ

জন্ম ঃ ১৮৯২ মৃত্যু ঃ ১৯৩২।

দেশে প্রাথমিক আরবী শিক্ষালাভের পর দিল্লী গমন করেন। সদর বাজার মাদরাসায় অধ্যয়নের কয়েক বছর পর তিনি মুসলিম শরীফ পড়েন। মওলানা আবদুর রহমান পাঞ্জাবীর নিকট। আবূদাউদ পড়েন আবূ দাউদের শরাহ আউনুল মাবুদের রচয়িতা মওলানা শামসুলহক দিয়ানবীর নিকট। তিরমিযী পড়েন তিরমিযীর শরাহ তুহফাতুল আহ্ওয়াযীর স্বনামধন্য লেখক মওঃ আবদুর রহমান মুবারকপুরীর নিকট। বুখারী শরীফ কাহার নিকট পড়েন জানা যায় নাই।

তিনি জঙ্গীপুরের মহল্লা গফুরপুরে এক মাদ্রাসা খুলিয়া তাহাতে দর্স দিতে থাকেন। ১৯১৬।১৭ খৃঃ হইতে ১৯৩২ খৃঃ পর্যন্ত তিনি উক্ত মাদ্রাসায় সিহাহ সিত্তাহ পড়াইতেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে যাহারা অধিক আগ্রহশীল তাহাদিগকে তিনি হিন্দুস্থানে প্রেরণ করিতেন। সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম পড়ার জন্য তিনি তাঁহার বিশিষ্ট ছাত্রগণকে বেনারসে বুখারীর বিশেষজ্ঞ মওলানা আবুল কাসেম বেনারসীর নিকট কিম্বা দিল্লীতে কোন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের নিকট প্রেরণ করিতেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহার মা'লুমাত ছিল অফুরন্ত।*

১৪। মওঃ আব্বাস আলী

হাসমারী, রাজশাহী

১০৫ বৎসর বয়সে ২৮শে চৈত্র ১৩৬৭ বাং ইন্তিকাল করেন।

বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই।

মওলানা শাইখ হুসাইন ইয়ামানী এবং মিঞা সাহেব হযরত মওলানা নযীর হুসেন সাহেবের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেছ ভূপালের নওয়াব মওলানা সৈয়দ সিদ্দীক হাসান খানের তিনি ছিলেন সহপাঠী। তিনি আজীবন কুরআন ও হাদীসের খেদমত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী মুহাদ্দিসগণের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অর্ধ শতাব্দীকালেরও বেশী সময় রাজশাহী, পাবনা ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জিলার মুসলিম জনসাধারণ তাঁহার নিকট হইতে দীনের জ্ঞান আহরণ করিয়াছে। শির্ক বিদ্‌আতের বিরুদ্ধে তিনি অজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন।

১৫। মওঃ আবদুল হালীম

প্রথম জীবনে মুজাহিদ ছিলেন। অতঃপর দিল্লীতে হযরত মিঞা সাহেবের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরেন। তিনি শির্ক, বিদ্‌আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেন। তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় রংপুর, বগুড়া ও ময়মনসিংহের বিপুল লোক আহলে হাদীস তরীকায় দীক্ষিত হন। শেষ বয়সে হজ্ব করিতে গিয়া তিনি আর ফিরিয়া আসেন নাই। সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁহার ইন্তিকাল ঘটে। মরহুম মওলানা আবদুল হাদী (মওঃ আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের পিতা) সাহেবের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। মক্কা যাত্রাকালে তাঁহার বন্ধুর উপর তাঁহার জামানাতের পরিচালন ও দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যান।—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

রাষ্ট্রাধিনায়ক পদে নারীর অযোগ্যতা সম্পর্কীয় হাদীস

(সমালোচনার পর্যালোচনা)

—শাইখ আবদর রহীম দেওবন্দী

পত্রিকা বিশেষে সম্প্রতি রাষ্ট্রপ্রধান পদে নারীর অধিকারের ওকালতী করতে গিয়ে জনৈক লেখক সাহাবী হযরত আবূ বাক্‌রা রাঃ-র হাদীসটিকে ক্ষতবিক্ষত করার প্রয়াস পেয়েছেন। জানিনা তিনি আলিম কি না। তবে একজন সাহাবী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি যে নির্মম ভাষা ব্যবহার করেছেন তা তে বুঝা যায় যে, তিনি সম্ভবতঃ শরী'অতের জ্ঞান-বিজ্ঞান সমূহে আলিম নন। যাই হোক, তিনি আলিম হউন আর নাই হউন তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি ছাড়া অপর কারও সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য করার অধিকার জনসমাজে স্বীকৃত না হলেও কুরআন হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করবার জন্য আলিম হওয়ার কোন প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষিত সমাজ অনুভব করে না। যথা, ডাক্তারী পাশের সনদ না থাকলে ডাক্তারী করতে দেয়া হয় না। আইন পাশের সনদ না থাকলে ওকালতী করতে দেয়া হয় না। কিন্তু কোরআন হাদীস সম্পর্কে মতামত প্রকাশের জন্য কুরআন হাদীস পাশের সনদ থাকা না থাকার কোন পরওয়াই তাঁরা করেন না। ফলে, নিছক সাধারণ-জ্ঞানকে ভিত্তি ক'রে—সে জ্ঞান যতই অপরিপক্ক, যতই পক্ষপাতদুষ্ট এবং যতই দুর্বল হউক না কেন—যে কোন ব্যক্তি কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা, সমালোচনা ও মন্তব্য ক'রবার ধৃষ্টতা দেখাতে পশ্চাদপদ হয় না। এ কে ইসলামের একটা দুর্ভাগ্য ব'লতে হবে। কিন্তু ইসলামের চরম দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই যে, কুরআন হাদীসে রসমী তরীকাতে সনদপ্রাপ্ত আলিমদের কেও কেও নগণ্য পার্থিব মান সম্মান অথবা দু'পয়সা লাভের বিনিময়ে আল্লার আয়াতকে বিক্রয় করে বসে!

يشترون بايت الله ثمنا قليلا

যাক সে কথা। ইসলাম ধর্মটি যাঁর মনোনীত তিনিই তাকে রক্ষা করুন! আমীন!

হযরত আবূ বাক্‌রা রাঃ-র হাদীসটিকে লেখক তিন দিক থেকে আক্রমণ করেছেন এবং তাঁর আক্রমণকে জোরদার করার জন্য তিনি মাঝে মাঝে প্রবীণ রাজনীতিবিদ বরিষ্ঠ মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের হাওালাও দিয়েছেন।

হাদীসটির বিরুদ্ধে লেখকের প্রথম আপত্তি এসেছে সাহাবী হযরত আবূ বাকরা রাঃ-র ব্যক্তিগত কোন কার্যের দিক থেকে—যাকে উসূলুল্ হাদীস বা হাদীস দর্শনে 'আদালত' বা 'ন্যায়নিষ্ঠা' বলা হয় সেই দিক থেকে। তাঁর দ্বিতীয় আপত্তি উঠেছে হাদীসটির মতন, মূল বচন ও টেক্সট্ এর দিক থেকে; এবং তাঁর তৃতীয় আপত্তি হয়েছে হাদীসটির অর্থ নিয়ে। আপত্তি তিনটির প্রত্যেকটির সম্পর্কে হাদীসবেত্তা আলিমদের মতের উপরে ভিত্তি ক'রে ইন্‌শা আল্লাহ আলোচনা ক'রে যাব।

প্রথমে 'আদালত' বা ন্যায়নিষ্ঠা সম্পর্কিত আপত্তিটির কথা বলি; অর্থাৎ আপত্তি তোলা হ'য়েছে যে, যেহেতু হযরত আবূ বাক্‌রা রাঃ-র মধ্যে 'আদালত' গুণটি ছিল না তাই তাঁর বর্ণিত যে কোন হাদীসই যইফ হওয়ায় অগ্রাহ্য হবে! দ্বিতীয়তঃ হাদীস রিওয়ায়াত করা এক প্রকার শাহাদৎ বা সাক্ষ্য দান এবং শাহাদাৎ গ্রাহ্য হবার জন্য অন্ততঃ দুইজন পুরুষ লোকের বর্ণনা অপরিহার্য। কাজেই হযরত আবূ বাক্‌রা রাঃ-র এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ গণ্য করা হ'লেও যে পর্যন্ত আবূ বাক্‌রা রাঃ-র বর্ণিত এই হাদীসটির সমর্থনে অপর কোন সাহাবীর বর্ণিত হাদীস পাওয়া না যায় সে পর্যন্ত এই হাদীসটি গ্রাহ্য হবে না।

www.ahlehadeethbd.org

আবূ বাক্‌রা রাঃ-র 'আদালত' বা ন্যায়নিষ্ঠা সম্পর্কিত আপত্তিটি সম্বন্ধে আলোচনা করছি। ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, হযরত আবূ বাক্‌রা রাঃ একজন সাহাবী ছিলেন। আর আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, সকল সাহাবীই عدل বা ন্যায়নিষ্ঠ। অতএব সাহাবীদের সম্পর্কে 'আদালতে'র কোন প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে না। এমন কি কোন সাহাবী যদি 'মুরতদ্দ' হবার পরে আবার মুমিন হয় তা হ'লে তাঁর বর্ণিত হাদীসও অপরাপর শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণীয় হবে। এই কারণেই 'মুরসাল' হাদীস অর্থাৎ যে হাদীসে কেবলমাত্র সাহাবীর নামোল্লেখ না থাকে সেই হাদীসটি সকল ইমামের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীর ভাষ্য ফত্‌হুল-বারীর গ্রন্থকার, মুসলিম জাহানের আলেমকুল-বরেণ্য ইমাম ইব্‌ন হাজার 'আস্‌কালানী রহঃ তাঁর 'ইসাবা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'সাহাবীদের আদালত' অধ্যায়ে যা লিখেছেন তা থেকে কিছু পেশ করছি।

اتفق اهل السنة على ان الجميع عدول ولم يخالف فى ذلك الا شذوذ من المبتدعة •

"আহলুস্‌ সুন্নাত এ বিষয়ে একমত যে, সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়নিষ্ঠ। সামান্য সংখ্যক বিদ্‌আতী ছাড়া অপর কেহই এই মতের বিরোধিতা করে নাই।"

وقد ذكر الخطيب فى الكفاية فصلا نفيسا فى ذلك فقال •

'খাতীব' তাঁর 'আল্‌-কিফায়া' পুস্তকে এ বিষয়ে একটি চমৎকার পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم واخباره عن طهارتهم واختياره لهم • আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদের 'আদল' ঘোষণা করায়; তাঁদের পবিত্রতার সংবাদ জ্ঞাপন করায় এবং তাঁহাদের নিজের জন্য বাছাই করিয়া লওয়ায় তাঁদের আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিদিত।

এর পর খাতীব তাঁর এই দাবীর প্রমাণে কুর-আন মজীদের কয়েকটি আয়াত উধৃত ক'রে বলেন, "এর সমর্থনে আরও বহু আয়াত এবং বহু হাদীস রয়েছে। তারপর বলেন,

وجميع ذلك يقتضى القطع بتعديلهم

ঐ সবগুলি (আয়াত ও হাদীস) সাহাবীদের 'আদ্‌ল' হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান দেয়।" তিনি আরও বলেন যে, "সাহাবীদের সম্বন্ধে আমি যা (আয়ত) উল্লেখ করলাম তা যদি নাও থাকত তবুও তাঁদের হিজরাত, জিহাদ, ইসলামের পৃষ্ঠপোষকত জীবন ও মাল উৎস্বর্গ করণ, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততিদের নিহত হওয়া, দীন ব্যাপারে পরস্পরের মঙ্গলসাধন, ঈমান ও য়াকীনের দৃঢ়তা ইত্যাদি হইতে তাঁদের 'আদালত' সম্বন্ধে ধ্রুব জ্ঞান, তাঁদের পবিত্রতা এবং পরবর্তী যুগের সকলের ওপরে প্রত্যেকটি সাহাবীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস অবধারিত হ'ত।

তারপর খতীব নিজ সনদসহকারে আবূ যুর'আ আর্‌রাযীর একটি উক্তি বর্ণনা করেন। উক্তিটি এই :

আবূ যুর'আ আর-রাযী বলেনঃ তুমি যখন কোন লোককে দেখ যে, সে রসূলুল্লাহর সঃ-র সাহাবীদের কোনও একজনকে হীন প্রতিপন্ন ক'রছে তবে যেনে রাখ যে, সে নিশ্চয় একজন 'যিন্‌দীক'। কেননা, ইহা নিশ্চিত যে, রসূল হচ্ছেন বারহাক; এবং কুরআনও হচ্ছে বারহাক; এবং আর ইহাও নিশ্চিত যে, ঐ সমুদয় বিষয় সাহাবীগণই আমাদের পৌঁছিয়েছেন; আর ঐ লোকগুলি কিতাব ও সুন্নাতকে বাতিল ও অচল প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের পক্ষের ঐ সাক্ষীদেরে দোষ দুষ্ট প্রমাণ করতে চায়। উহারা 'যানাদিকা' [আর্‌রাযীর উক্তি সমাপ্ত]

আসমাউর্‌রিজাল শাস্ত্রে লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্য থেকে যে গ্রন্থটিকে ভিত্তি ক'রে হযরত আবূ বাকরা রাঃ-র চরিত্রে কালিমা লেপনের প্রচেষ্টা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চ'লেছে সেই গ্রন্থটির নাম হচ্ছে 'আল ইসতি 'আব্ ফী মা'রিফাতিল্ আসহাব" বা সাহাবীদের পরিচিতি ব্যাপারে পূর্ণ বিবরণ। ঐ পূর্ণ বিবরণ গ্রন্থটিতে সাহাবীদের সম্পর্কে এবং হযরত আব্ বাক্‌রা সম্বন্ধে যা লিখা রয়েছে তার বিবরণ হচ্ছে এই—

গ্রন্থের প্রথম দিকে উপক্রমণিকা অংশে গ্রন্থকার সাহাবীদের সম্বন্ধে বলেন,

فهم خير القرون وخير امة

"তাঁরা হচ্ছেন সর্বোত্তম যুগের লোক এবং উম্মত-শ্রেষ্ঠ।"

ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله عليه السلام

"আল্লাহ সাহাবীদের প্রশংসা করেন এবং তাঁর রসূলও তাঁদের প্রশংসা করেন ব'লে সকল সাহাবীর ন্যায়নিষ্ঠা প্রমাণিত হয়ে র'য়েছে।"

ولا اعدل ممن ارتضاه الله بصحبة نبيه ونصرته ولا تزكية افضل من ذلك ولا تعديل اكمل منه

"আল্লাহ নিজ নবীর সাহচর্য ও সাহায্য দ্বারা যাঁকে ধন্য ক'রেছেন তাঁর চেয়ে অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠ কেউ নাই; আর কোন চিত্তশুদ্ধিই তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতম নাই এবং তার চেয়ে অধিকতর কামিল কোনও ন্যায়নিষ্ঠা নাই।"

প্রশ্ন উঠে, সাহাবীদের প্রত্যেকেই যখন ন্যায়নিষ্ঠ তখন তাদের জীবন চরিত জানার কী প্রয়োজন?

ঐ আল্ইস্তি'আব গ্রন্থেরই নবম পৃষ্ঠায় উত্তরে বলেন,

وان كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن احوالهم لاجماع اهل الحق من المسلمين وهم اهل السنة والجماعة على انهم عدول فواجب الوقوف على اسمائهم والبحث عن سيرهم واحوالهم ليقتدى بهديهم فهم خير من سلك سبيله واقتدى به

"সাহাবীদের প্রত্যেকেই ন্যায়নিষ্ঠ—এই নীতি সম্পর্কে হক্ পন্থী মুসলিম দল তথা, আহলুস-সুন্নাত আল্-জামা আত দলের ইজমা (সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে, সাহাবীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন যদিও আমাদের নাই, তথাপি তাঁদের অনুসৃত পন্থা ধ'রে পথ চল'বার উদ্দেশ্যে তাঁদের নাম অবগত হওয়া এবং তাঁদের জীবন চরিত ও অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যকীয় হ'য়ে উঠে। কেননা, যাঁদের পথ ধরে চলা যেতে পারে এবং যাঁদের কর্মপন্থা অনুকরণ করা যেতে পারে তাঁদের মধ্যে সাহাবীগণই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ।"

গ্রন্থকারের উক্তিটির তাৎপর্য এই যে, সাহাবাদের জীবন চরিত জানার উদ্দেশ্য হবে তাঁদের অনুকরণ করা। ছিদ্রান্বেষী অন্তর নিয়ে তাঁদের জীবন-চরিত আলোচনা করা কোন ক্রমেই সিদ্ধ হ'বে না।

বস্তুতঃ সাহাবীদের কৃতকর্মের কারণে যদি তাঁদের চরিত্র সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা সিদ্ধ বলে গ্রহণ করা হয় এবং সেই কারণে যদি তাঁদের বর্ণিত হাদীসকে গ্রহণের অযোগ্য ব'লে মেনে নেয়া হয় তা হ'লে তার ফলে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব অনিবার্য হয়ে উঠে। পরিস্থিতিটি এই—যে সকল সাহাবী সিফ্‌ফীন যুদ্ধে অথবা জামাল যুদ্ধে অথবা উভয় যুদ্ধেই যোগদান করেছিলেন তাঁদের সকলেই মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ অপরাধে অপরাধী হওয়ায় তাঁদের সকলকে এই হাদীস—

اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما فى النار (البخارى)

দুইজন মুসলিম যদি নিজ নিজ তলওয়ার নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তা'হলে হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী।" (বুখারী)

—অনুসারে জাহান্নামী ব'লে স্বীকার করতে হয়, অথচ ঐ যুদ্ধে যোগদান কারীদের মধ্যে এমন কতিপয় সাহাবী ছিলেন যাঁদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ রসূলুল্লাহ সঃ দিয়ে গেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দ্বিতীয়তঃ সামান্য সংখ্যক সাহাবী ছাড়া সকল সাহাবীই ঐ যুদ্ধ দুটির কোন একটিতে কোন না কোন পক্ষে যোগদান করেছিলেন ব'লে তাঁদের হাদীস যদি গ্রহণের অযোগ্য ব'লে মেনে নেয়া হয় তা হ'লে হাদীস শাস্ত্রের অস্তিত্ব প্রায় খতমই হ'য়ে পড়ে।

এই সকল কারণে আহলুস্ সুন্নাত অল জামা'আত সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করেন যে, সাহাবীদের কৃতকর্মের জন্য তাঁদের হাদীস অগ্রাহ্য করা হবে না।

তারপর, আবূ বাকরা রাঃ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার যা বলেছেন তা হচ্ছে এই—পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে গ্রন্থকার আবূ বাকর রাঃ-র নাম ধাম প্রসঙ্গে বলেন : আবূ বাকরা রাঃ নিজেকে রসূলুল্লাহ সাঃ-র আযাদ করা গোলাম ব'লে পরিচয় দিয়ে থাকতেন। এর কারণ এই যে, আবু বাকরা রাঃ তায়িফ দুর্গ থেকে [দেয়াল ডিঙ্গিয়ে] বের হ'য়ে রসূলুল্লাহ সাঃ-র নিকটে এসে নাযিল হন এবং তায়িফবাসীদের কতিপয় গোলামের সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে রসূলুল্লাহ সঃ তাহাদিগকে আযাদ করেন। গ্রন্থকার আরও বলেন, আবু-বাকরা রাঃ-কে তাঁর নাম বলার জন্য পীড়াপীড়ি করা হ'লে তিনি ব'লতেন, আমি তো রসূলুল্লাহ সাঃ-র আযাদ করা গোলামরূপে পরিচিত হতে চাই, তবে কেউ যদি একান্তই আমার নাম জান্‌তে চায় তবে বলি, আমার নাম নুফাই ইব্‌ন মাসরূহ।

তারপর, আবু-বাক্‌রা রাঃ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন,

وكان من فضلاء الصحابة، وهو الذى شهد على المغيرة بن شعبة فبت الشهادة وجلده عمر رضى الله عنه حد القذف اذا لم تتم الشهادة، ثم قال له عمر: تب تقبل شهادتك، فقال له انما تستتيبنى لتقبل شهادتى؟ قال: اجل، قال: لاجرم، انى لا اشهد بين اثنين ابدا ما بقيت فى الدنيا ۔

তরজমা: তিনি (আবূ বাকরা রাঃ) মর্যাদাবান সাহাবীদের একজন ছিলেন। তিনি শু'বা-তনয় মুগীরার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া ঐ সাক্ষ্যে অটল থাকেন। এবং সাক্ষ্য যখন পরিপূর্ণ হয় নাই তখন 'উমর রাঃ তাঁকে অভিযোগ শাস্তিরূপে বেত্রাঘাত করেন। তারপর, উমর তাঁকে বলেন, "তওবা কর, তাহ'লে তোমার সাক্ষ্য (ভবিষ্যতে) গ্রাহ্য হবে। তিনি বলেন, "আমার সাক্ষ্য যাতে ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য হয়, কেবলমাত্র এই কারণেই আপনি আমাকে তওবা করতে বলছেন?" তিনি বললেন, "হাঁ! তখন আবূ বাক্‌রা বলেন, "কোন ক্ষতি নাই। আমি যত কাল দুন্‌য়াতে থাকব, কখনও দুই জনের বিবাদ সম্পর্কে সাক্ষ্যই দিব না।"

তারপর গ্রন্থকার [বিখ্যাত তাবিঈ] সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়িবের উক্তি উধৃত করেন। উক্তিটি এই :—

شهد على المغيرة ثلاثة ونكل زياد فجلد عمر الثلاثة، ثم استتابهم فتاب اثنان فجازت شهادتهما، وابى ابوبكرة ان يتوب، وكان مثل النصل من العبادة حتى مات رضى الله عنه ۔

তরজমা: মুগীরার বিরুদ্ধে তিন জন সাক্ষ্য দেন এবং যিয়াদ সাক্ষ্য দিতে বিরত হন। ফলে, 'উমর তিন জনকে বেত্রাঘাত করেন। তারপর তিনি তাদের তওবা করতে বললে দুইজন তওবা করায় তাঁদের সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হয়। কিন্তু আবূ বাকরা তওবা করতে অস্বীকার করেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদত ব্যাপারে শর ফলকের ন্যায় ঋজু ও তীক্ষ্ণ ছিলেন।

এখন 'আল্ ইসতি'আব' থেকে উধৃতি দুটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। উধৃতি দুটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আবূ বাকরা রাঃ মুগীরার প্রতি অপবাদ লাগান নাই। তিনি স্বয়ং একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরূপে হযরত উমরের দরবারে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(شهد) সাক্ষ্য দেন। চারজন সাক্ষী না হ'লে তাঁকে শাস্তি ভোগ ক'রতে হবে তা তাঁর অজানা ছিল না। চারজন সাক্ষ্য না থাকলে যে ব্যক্তির সামান্য বুদ্ধি আছে সে কখনও ঐ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে অগ্রসর হ'তে যায় না। উধৃতি থেকে পরিষ্কার ভাবে জানা যায় যে, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী প্রকৃত পক্ষে চারজন ছিলেন। ঐ চার জন সাক্ষীর মধ্য থেকে যিয়াদ নামক সাক্ষীটি ভেগে পড়ে এবং সাক্ষ্য দিতে পশ্চাৎপদ হয়! কাজেই উধৃতিদৃষ্টে বুঝা যায় যে, মুগীরা সম্পর্কিত ঘটনাটি সত্য ও যথার্থ ছিল। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক সাক্ষী না থাকায় ঐ অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই।

এই আলোচনা থেকে সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয় যে, আবু বাকরা কোন ক্রমেই অপবাদ দানকারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঐ ব্যাপারে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য মাত্র।

তারপর, আবু বাকরা রাঃ-র তওবা না করার কথা। এতে তো আবু বাকরা রাঃ-র উন্নত চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর এই তওবা না করার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, তিনি সত্য সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কাজেই তিনি কোন অপরাধ বা গুণাহ করেন নাই। আর গুণাহ করলে তবে তওবা করার প্রয়োজন হয়। অতএব, আবু বাকরা সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে যখন কোন গুণাহই করেন নাই তখন তিনি তওবা করতে যাবেন কী কারণে?

বরং আবু বাকরা রাঃ যদি তওবা করতেন তা'হলে তাঁর পক্ষে তাই দোষণীয় হ'ত। তখন তাঁর তাৎপর্য এরূপ অসঙ্গতঃ হত না যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ব'লেই তিনি তওবা করেন।

গ্রন্থকার বলেন, আবু বাকরা রাঃ ৫১ অথবা ৫২ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর অসিয়াৎ মতে আবু বারযা আসলামী তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

আবু বারযা রাঃ-র মর্যাদা ও ফযীলত সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন যে, হাসান বাসরী রহঃ ব'লেছেন—

لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها افضل من عمران بن حصين وابى بكرة رضي الله عنهما •

তরজমাঃ যে সকল সাহাবী বাসরা গিয়ে বসবাস করতে থাকেন তাঁদের মধ্যে কেউই 'ইমরান ইবন হুসাইন রাঃ ও আবু বাকরা রাঃ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন না।

আবু বাকরা রাঃ-র বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি সম্বন্ধে যে সব আপত্তি হাদীস সমালোচকদের কেউই কস্মিনকালে উত্থাপন করেন নাই—এই প্রকার ভিত্তিহীন, কাল্পনিক, অসার ও অলীক কয়েকটি আপত্তি সম্প্রতি এদেশে হাদীস না-জানা কোন কোন লোক তুলে বসেছেন। ঐ আপত্তিগুলোর একটা হচ্ছে এই, আবু বাকরা রাঃ ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন না ব'লে তাঁর বর্ণিত যে কোন হাদীসই গ্রহণের অযোগ্য। এই আপত্তি যে একান্তই অসার তা দলীল প্রমাণ যোগে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আমরা প্রমাণসূত্রে দেখিয়েছি যে, সুন্নী 'আলিমদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, প্রত্যেক সাহাবীই নিশ্চিতভাবে ন্যায়নিষ্ঠ এবং কোন সাহাবী, সম্বন্ধে ন্যায়নিষ্ঠার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

তারপর, আমরা আরও দেখিয়েছি যে, যে ব্যাপারটিকে হযরত আবু বাকরা রাঃ-র অপরাধ বলে ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে সেই ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠারই উন্নত মান প্রতিপন্ন করে।

হযরত আবু বাকরা রাঃ র হাদীসটিতে স্বার্থ-প্রণোদিত ছিদ্রান্বেষীরা আর একটা ত্রুটি আবিষ্কার করবার বৃথা চেষ্টা করেছেন। তা হচ্ছে এই, হাদীস রিওয়ায়াত করা হচ্ছে একপ্রকার শাহাদাত বিশেষ। [এ সম্পর্কে তাঁরা অবশ্য কোনই দলীল প্রমাণ দেন নাই। যা কিছু তাঁরা বলে যাচ্ছেন সবই যেন তাঁরা গায়ের জোরেই মানাতে চান।] আর শাহাদাত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রহণযোগ্য হবার জন্য অন্ততঃপক্ষে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। কাজেই রসূলুল্লাহ সঃ র কোনও বাণী যে পর্যন্ত অন্ততঃপক্ষে দুইজন সাহাবী রিওয়াত করেছেন বলে প্রমাণ না পাওয়া যায় সে পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সঃ-র কোনও বাণীই গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না।

জওয়াব দেয়ার আগে, যাঁরা এই আপত্তি তুলেছেন তাঁদের খিদমতে আরয,—তাঁরা যেন পরে আবার বলে না বসেন যে, হাদীস রিওয়াত তো একপ্রকার অপবাদ বিশেষ। কারণ রসূলুল্লাহ সঃ তো এ কথা নাও ব'লে থাকতে পারেন। কাজেই রসূলুল্লাহ সঃ-র কোন বাণী চারজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন বলে যে পর্যন্ত প্রমাণ না পাওয়া যাবে, সে পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য হ'তে পারবে না।

যাক সে কথা। আমার আপনার বুদ্ধি-বিবেকের কথা ছেড়ে দিয়ে হাদীসবেত্তাদের মত দেখা যাক। সারা মুসলিম জাহানের আলিম-কুল-বরেণ্য মুহাদ্দিস, সহীহ বুখারীর সর্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার, ইমাম ইবনে হাজার 'আসকালানী তাঁর সর্বজনমান্য উসূলুল হাদীস সম্পর্কীয় 'নুযহাতুন নাযার ফী শারহি নুখবাতিল ফিকার' গ্রন্থে যা লিখেছেন তাই পাঠকদের অবগতির জন্য উধৃত করছি।

তিনি বলেন, "যে হাদীসের বর্ণনা শৃংখলে এক বা একাধিক স্থলে বর্ণনাকারীর সংখ্যা ২ জন থাকে কিন্তু কোনও স্থলে দুইজনের কম না থাকে ঐ হাদীসকে 'আযীয' বলা হয়।"

তার পরে তিনি বলেন,

وليس شرطا للصحيح

"কোন হাদীস সহীহ ব'লে গণ্য হবার জন্য ঐ হাদীসের 'আযীয' হওয়া শর্ত নয়"।

خلافا لمن زعمه

"যিনি আযীয শর্ত হওয়ার ভ্রান্ত মত পোষণ করেন তিনি এই মতের বিরোধী।"

وهو ابو على الجبائى من المعتزلة

আর তিনি হচ্ছেন মু'তাযিলা ইমামদের মধ্যে [একমাত্র] আবু আলী আল-জুবায়ী।

واليه يومي كلام الحاكم ابي عبد الله

"আর [সুন্নী] ইমামদের মধ্যে আল হাকিম আবু আবদুল্লার উক্তি [থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না বটে কিন্তু] ঐ দিকে ইঙ্গিত করে।"

এ থেকে জানা যায় যে, মাত্র একজন সুন্নী ইমামের অস্পষ্ট উক্তি ছাড়া আর তামাম ইমামের মতে হাদীস সহীহ বলে গণ্য হওয়ার জন্য বর্ণনাশৃংখলের কোনও স্তরে অন্ততঃ দুইজন বর্ণনাকারী থাকা অপরিহার্য নয়।

এখন প্রশ্ন উঠে, তবে সহীহ বলে পরিগণিত হবার জন্য হাদীসের মধ্যে কোন্ কোন্ শর্ত থাকা অপরিহার্য এবং সেই শর্তগুলি আবু বাকরা রাঃ-র আলোচ্য হাদীসটিতে পাওয়া যায় কিনা?

ইমাম 'আসকালানী তাঁর ঐ কিতাবে এ সম্পর্কে লেখেন :

وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولاشاذ هو الصحيح لذاته وهذا اول تقسيم المقبول الى اربعة انواع •

"আদল তাম্মুয-যাবত বর্ণনাকারী যে খাবরুল আহাদ' রিওয়াত করেন সেই 'খাবরুল আহাদ' এর বর্ণনা শৃংখলটি যদি মুত্তাসিল হয় এবং উহার বিষয় বস্তু যদি 'মুআল্লাল'ও না হয় এবং 'শায'ও না হয় তা হলে ঐ প্রকার 'খাবরুল আহাদ হচ্ছে صحيح لذاته বা "আদত সহীহ" ইহার পরে তিনি বলেন, "গ্রহণযোগ্য হাদীস যে চার প্রকার রয়েছে তার মধ্যে এই আদত সহীহ صحيح لذاته হচ্ছে সর্বপ্রথম।"

গ্রন্থকার ঐ গ্রহণযোগ্য চার প্রকার হাদীসের বিবরণ একটু পরেই দিয়েছেন। তা হচ্ছে—[ক] সহীহ লি যাতিহী [খ] সহীহ লি গাইরিহী [গ] হাসান লি যাতিহী ও [ঘ] হাসান লি গাইরিহী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সহীহ হাদীসের সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

১। হাদীসটি 'খাবরুল আহাদ' হওয়া চাই।

২। বর্ণনা শৃংখলের প্রত্যেক বর্ণনাকারীর আদল বা ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া চাই।

৩। বর্ণনা শৃংখলের প্রত্যেক বর্ণনা কারীর তাম্মুয্ যাব্ত [ঠিকভাবে স্মরণ-থাকা অথবা লিখিত আকারে রক্ষিত] হওয়া চাই।

৪। বর্ণনা শৃংখলটির মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন হওয়া চাই।

৫। হাদীসটি মুআল্লাল না হওয়া ও শায্য্ না হওয়া চাই।

'খাবরুল আহাদ' কাকে বলা হয় সে সম্বন্ধে ইমাম 'আসকালানী ঐ গ্রন্থে যা বলেছেন তা পেশ করছি।

গ্রন্থকার প্রথমে বর্ণনা শৃংখলে বর্ণনা কারীর সংখ্যাহিসাবে হাদীসের চারিটি প্রকারের কথা উল্লেখ করেন—মুতাওাতির, মশহুর, 'আযীয ও গারীব'। তারপর, তিনি বলেন, 'ঐ চার প্রকার হাদীসের প্রথম প্রকার বাদে তিন প্রকার হাদীসই হচ্ছে 'আহাদ'। অর্থাৎ মশহুর আযীয ও গারীব হাদীসগুলি হচ্ছে 'আহাদ'। আযীযের সংজ্ঞা পূর্বে বলেছি। বাকী দুটির সংজ্ঞা এখন বলছি। যে হাদীসের বর্ণনা শৃঙ্খলে প্রত্যেক স্তরে বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুই এর অধিক থাকে, অথচ তা 'মুতাওাতির-এর পর্যায়ে না পৌছে সেই হাদীসকে মশহুর বলা হয়।

আর যে হাদীসের বর্ণনা শৃঙ্খলে এক বা একাধিক স্তরে বর্ণনাকারীর সংখ্যা একজন থাকে সেই হাদীসকে 'গারীব বলা হয়।

কাজেই আবূ বাক্রা রাঃ-র আলোচ্য হাদীসটি সম্বন্ধে যদি ইহা স্বীকার করেও লওয়া হয় যে, আবূ বাকরা ছাড়া অপর কোন সাহাবী এই মর্মের কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, তা হলেও ইহা হাদীস-গারীব বলে গণ্য হবে এবং সেই কারণে উহা সহীহ হাদীসের পংক্তিতে আসন পাওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে। তাঁরপরে বাকী শর্তগুলি ঐ হাদীসে মওজুদ থাকলে হাদীসটি চূড়ান্ত ভাবে সহীহ প্রমাণিত হবে। এখন বাকী শর্তগুলি দেখা যাক্—

বাকী শর্তগুলির মধ্যে কেবলমাত্র আবূ বাকরা রাঃ-র ন্যায়নিষ্ঠা সম্বন্ধে আপত্তি তোলা হয়েছে। ঐ আপত্তি সন্দেহাতীতরূপে অসার প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং আবূ বাকরা রাঃ-র ন্যায়নিষ্ঠা উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়েছে। আর কোন শর্ত সম্পর্কে কোন আপত্তি তোলা হয়নি বলে হাদীসটির সহীহ হওয়া নিশ্চিতভাবে অবধারিত হল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বলে থাকা যায় না। কথাটি এই ঃ 'কোন হাদীস যে পর্যন্ত অন্ততঃ দুই জন সাহাবী না বলবেন সে পর্যন্ত ঐ হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না'—এই ভ্রান্ত মতটি যদি স্বীকার করে নেয়া হয় তা হলে হাদীস শাস্ত্রের পরিণতি ও পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা চিন্তা করে দেখবার বিষয়ই বটে। ঐ ভ্রান্ত মত মেনে নিলে রসূলুল্লাহ সঃ-র দাম্পত্য জীবন ও পরিবারিক জীবন সম্পর্কীয় হাদীসগুলি প্রায় সবই খতম হয়ে যায়! কারণ হযরত আয়িশা রাঃ হযরত উম্ম-সালামা রাঃ প্রমুখ উম্মুল মুমিনীন ও অপর সাহাবিয়াগণ যে হাদীসগুলি রিওয়াত করেছেন ঐ মত অনুযায়ী ঐ হাদীসগুলি গ্রহণযোগ্য হবার জন্য প্রয়োজন হবে আরও দুইজন লোকের রিওয়াতের। কারণ, নারী বর্ণনাকারীর সাক্ষ্য পুরুষ বর্ণনাকারীর সাক্ষ্যের অর্ধেক বিধায় প্রয়োজন হবে অপর একজন স্ত্রীলোক ও অপর একজন পুরুষ লোকের রিওয়াত, অথবা অপর দুইজন পুরুষ লোকের রিওয়াত। আর রসূলুল্লাহ সঃ-র দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত হাদীসগুলির অধিকাংশই অপর কোন পুরুষের পক্ষে না দেখার ও না শোনারই কথা। কাজেই ঐ বিষয়ের হাদীসগুলি প্রায় সবই' বাদ দিতে হয়, তা ছাড়া পুরুষ বর্ণনাকারীর বর্ণিত বহু হাদীসের দ্বিতীয় বর্ণনাকারী না থাকায় সে সবও বর্জনীয় হয়ে উঠবে। এমনি করে হাদীস শাস্ত্রই তো খতম হয়ে যাবে।

www.ahlehadeethbd.org

লোম বাছতে বাছতে কম্বলই যে উজাড় হয়ে যাবে!

উল্লিখিত ভ্রান্ত মতটির অসঙ্গতি ও অসারতা সম্পর্কে কয়েকটি সরল, সহজ, স্থূল যুক্তি দিয়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করছি।

রসূলুল্লাহ সঃ তাঁর সকল কথাই কি দুইজনের সামনে বা দুইজনের অধিক লোকের সামনে বলেছিলেন? কিছুতেই না—তা হতেও পারে না। তা হলে মূলেই রসূলুল্লাহ সঃ যে কথা মাত্র একজনকে বলেছেন তার জন্য দুইজন সাহাবী বর্ণনাকারীর দাবী করা কি কখনও সঙ্গত হতে পারে? কখনো না। অতএব হাদীসের সহীহ হওয়ার জন্য দুইজন সাহাবী বর্ণনাকারীর দাবী করার ভিত্তিহীনতা স্পষ্টভাবে সাবিত হল। এ যেন একটি ডিম থেকে দুটি বাচ্চা বের করে দেবার আবদার।

দ্বিতীয়তঃ, কোন বাণী হয়তো রসূলুল্লাহ সঃ দুই বা ততোধিক লোকের সামনে বলেছেন কিন্তু রসূলুল্লাহ সঃ-র জীবদ্দশাতেই যদি ঐ সাহাবীদের একজন বাদে আর সকলের ইন্তিকাল হয়ে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে ঐ হাদীসের সহীহ হওয়ার জন্য দুইজন সাহাবী বর্ণনাকারীর দাবী করা কি অসঙ্গত ও অযৌক্তিক নয়? স্মরণকারী সাহাবী রয়েছেন মেটেই একজন—তিনি তাঁর সাক্ষীরূপে আর একজন সাহাবী নিয়ে আসবেন কোত্থেকে?

তৃতীয়তঃ রসূলুল্লাহ সঃ-র ইন্তিকালের পরে পরেই সাহাবীগণ তাঁদের জানা হাদীসগুলি তো আর এক সঙ্গে বর্ণনা করে উজাড় করে দেন নাই!

যখন যে হাদীস বলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তখন তাঁরা সেই হাদীস ব্যক্ত করেছেন। যথা আবু-বাকরা রাঃ-র বর্ণিত এই হাদীসটি, তিনি বর্ণনা করেন জমল যুদ্ধের পরে রসূলুল্লাহ সঃ র ইন্তিকালের অন্ততঃ ২৬ বৎসর পরে—হযরত 'আয়িশা রাঃ র জমল যুদ্ধে যোগদান করার, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাকীদে। সম্ভবতঃ আবু বাকরা রাঃ-র সঙ্গে আরও কেউ কেউ রসূলুল্লাহ সঃ-র ঐ বাণী শুনেছিলেন। আর তাই স্বাভাবিকও বটে, কিন্তু এতকাল পরে তাঁদের কেও জীবিত নাও থাকতে পারেন। তাই বলি, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য বর্ণনা শৃংখলের প্রত্যেক স্তরে দুইজন বর্ণনাকারীর দাবী করা একেবারে অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। এই সকল কারণে আজ পর্যন্ত কোন হাদীসবিদই এধরণের বাতুল কথা মুখেই আনেন নাই।

আবু বাকরা রাঃ র এই হাদীসটির সম্বন্ধে আর একটি আপত্তি এই বলে তোলা হচ্ছে যে, হাদীস 'মুযতারাব'। এ সম্বন্ধে আলোচনা ইন্‌শা আল্লাহ পরে করছি।

হযরত আবু বাকরা রাঃ বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি সম্বন্ধে আর একটা আপত্তি তোলা হয়েছে এই বলে যে, হাদীসটি 'মুযতরব' (مضطرب)। আলোচ্য হাদীসটি মুযতরব কিনা তা দেখবার আগে মুযতরবের স্বরূপ জানা অপরিহার্য্য।

ইমাম ইবনে হজর 'আসকালানী তাঁর 'নুযহতুন-নযর' গ্রন্থে 'মুযতরবের' যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হচ্ছে এই:

ان كانت المخالفة بابدالہ اى الراوى ولا مرجع لاحدى الروايتين على الاخرى فهذا هو المضطرب -

"একই শাইখের [উস্তাদ] শিষ্যদের মধ্যে মত-ভেদ যদি এমন হয় যে, ঐ শাইখের ঊর্ধতন রাবীদের [সাহাবী বাদে] নাম উল্লেখ করতে গিয়ে কেও রিওয়ায়াতকে অপর রিওয়ায়াতের উপরে প্রাধান্য দেবার কোন কারণ বর্তমান না থাকলে তাই হবে মুযতরব।"

কাজেই দেখা যায় মুযতরব হবার দুইটি শর্ত থাকা অপরিহার্য। [প্রথম শর্ত] শাইখের ঊর্ধতন রাবীদের মধ্যে সাহাবী বাদে অপর কোন রাবীর নাম সম্পর্কে ঐ শাইখের শিষ্যদের মধ্যে মতভেদ থাকা। [দ্বিতীয় শর্ত] যে শিষ্যদের মধ্যে ঐ মতবিরোধ পাওয়া যায় তাহাদের কাহাকেও স্মৃতি শক্তির দিক দিয়া অথবা শাইখের সাথে ঘনিষ্ঠতার দিক দিয়া অথবা অপর কোন দিক দিয়া প্রাধান্য দেওয়া অসম্ভব হওয়া।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাজেই কোন একটি রিওয়ায়াতকে যদি সঙ্গত কারণে অপর রিওয়ায়াতের উপর প্রাধান্য দেওয়া সম্ভবপর হয় তা হলে ঐ হাদীস মুযতরব নয়।

মুযতরব হাদীসের বিবরণ স্পষ্টতর করবার জন্য জামি' তিরমিযী হাদীস গ্রন্থের প্রথম দিকে ইমাম তিরমিযী যে দুটি মুযতরব হাদীসের উল্লেখ করেছেন তা উধৃত করছি।

১। 'পায়খানা প্রবেশ কালে কী বলতে হবে' —অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী বলেন "এই অধ্যায়ে যাইদ ইবনে আরকাম হইতেও রিওয়ায়াত আছে।"

তারপর তিনি বলেন, "যাইদ ইবনে আরকাম বর্ণিত হাদীসের সনদ বর্ণনার মধ্যে ইযতিরাব পাওয়া যায়।"

তারপর ঐ ইযতিরাবের ধারাটি তিনি যে ভাবে বর্ণনা করেন তা হচ্ছে এই!

কাতাদার চারজন শিষ্য এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন হিশাম সাঈদ, শুবা ও মামার। হিশাম বলেন, কাতাদা — যাইদ ইবনে আরকাম থেকে
সাঈদ — কাসিম " " "
শুবা "—" নাযর— " " "
মামার "—"—" — " আনাস থেকে

অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন যে, তিনি এ সম্বন্ধে ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞাসা করলে ইমাম বুখারী বলেন, "কাতাদা সম্ভবতঃ ঐ দুই জনের নিকট থেকেই হাদীস শুনেছিলেন।"

ইমাম তিরমিযীর বিবরণের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

মা'মার বর্ণনা করেছেন, আনাস রাঃ-র হাদীস আর বাকী তিনজন বর্ণনা করেছেন যাইদ রাঃ-র

কাজেই সাহাবী ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ফলে মামার বর্ণিত হাদীসটি ও অপর তিন জনের বর্ণিত হাদীসটি এক নয়- ও দুটো হচ্ছে স্বতন্ত্র দুটো হাদীস। কাজেই মা'মার বর্ণিত হাদীসটি ইযতিরাব প্রসঙ্গের বাইরে পড়ে। আর ওটাকেও যদি একটী অভিন্ন হাদীস ধরে ইযতিরাব আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাতেও কান তফাৎ হয় না কারণ ইযতিরাব বিচার্য হচ্ছে সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে অপর নামগুলি নিয়ে। কাজেই ইযতিরাব দাঁড়াল এই এক জনের রিওয়ায়াত মতে কাতাদা শুনেছেন কাসিম থেকে এবং অপর দুই জনের রিওয়ায়াত মতে কাতাদা শুনেছেন নাযার থেকে। আর ইমাম বুখারী ফয়সলা দিলেন যে, কাতাদা সম্ভবতঃ তাদের দু জনের নিকট থেকেই এই হাদীস শুনেছেন। কাজেই ইযতিরাব আর থাকল না।

২। 'দুইখণ্ড প্রস্তর দ্বারা ইস্তিনজা-অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী 'আবদুল্লাহ রাঃ-র বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করিয়া বলেন, "এই হাদীসে ইযতিরাব রহিয়াছে।"

তারপর ঐ ইযতিরাবের ধারাটি তিনি যে ভাবে পেশ করেছেন তা হচ্ছে এই ঃ

আবূ ইসহাকের ছয়জন শিষ্য এই হাদীসটির উর্ধতন সনদ চার ভাবে বর্ণনা করেন। শিষ্যগণ হচ্ছেন, ইসরাঈল, কাইস, 'আম্মার, মা'মার, যুহাইর ও যাকারীয়া।
ইসরাঈল ও কাইস—আবূ ইসহাক আবূ উবাইদা—আবদুল্লাহ আম্মার ও মা'মার " আলকামা — যাকারীয়া " আঃ রহমান ইবনে যায়িদ " যুহাইর " আঃ রহমান ইবনে আসওয়াদ—আসওয়াদ

এই হাদীসের সনদে ইযতিরাবের একটি শর্ত নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাচ্ছে। কারণ আবূ ইসহাকের শিষ্যগণ আবূ ইসহাকের উর্ধতন শাইখের নাম ভিন্ন ভিন্ন বলেন। তারপর দ্বিতীয় শর্তটি সম্পর্কে মীমাংসা করতে হয়। অর্থাৎ এই সনদগুলির কোন একটির প্রাধান্য যদি অপর সনদগুলির উপরে প্রতিপন্ন হয় তাহলে হাদীসটি মুযতরব থাকবে না।

এই কারণে ইমাম তিরমিযী ইযতিরাবের প্রথম শর্তটি উল্লেখ করার পরে বলেন, "আমি [ইমাম দারমী] আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করি, আবূ ইসহাক থেকে প্রাপ্ত রিওয়ায়াতগুলির কোন্‌টি সর্বাধিক সহীহ। তাতে তিনি কোন কিছুই ফয়সলা দেন নাই। তারপর [ইমাম বুখারী]

www.ahlehadeethbd.org

মুহম্মদকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি তিনি এ সম্বন্ধে বাচনিক কোন ফয়সলা না দিলেও এ কথা বেশ বুঝা যায় যে, তাঁর মতে যুহাইর বর্ণিত সনদটি শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি এই হাদীসটি যুহাইর বর্ণিত সনদে তাঁর আল জামা' [সহীহ বুখারী] গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন।" ফলে, দ্বিতীয় শর্ত পাওয়া গেল না বলে হাদীসটি আর মুযতরব প্রমাণিত হল না।

ইমাম তিরমিযী আরও বলেন, "আমার মতে ইসরাঈল ও কাইস বর্ণিত সনদটি অধিকতম সহীহ। কারণ আবূ ইসহাকের এই শিষ্যদের মধ্যে আবূ ইসহাক বর্ণিত হাদীস স্মরণ রাখ ব্যাপারে ইসরাঈল সর্বশ্রেষ্ঠ।"

কাজেই ইমাম তিরমিযীর মতেও হাদীসটি মুযতরব রইল না।

আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, ইমাম তিরমিযী ও বুখারী দুজনে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সনদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কাজেই একথা বলা অসঙ্গত হয় না যে, যেহেতু দুজনে দুটি সনদকে প্রাধান্য দিয়েছেন কাজেই ইযতিরাব তো থেকেই গেল।

জওয়াব—যুহাইর সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযী বলেন, "যুহাইর যেহেতু আবূ ইসহাকের শেষ বয়সের দিকে তাঁর কাছে হাদীস শুনেছিলেন [এবং আবূ ইসহাকের শেষ বয়সে যেহেতু মাঝে মাঝে তাঁহার ভ্রম হত। কাজেই যুহাইর বাস্তবিক পক্ষে স্মৃতিশক্তিতে অত্যন্ত প্রখর থাকলেও] ঐ কারণে আবূ ইসহাকের বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে যুহাইরকে ইসরাঈলের সমতুল্য বিবেচনা করা যায় না।" আর ইসরাঈল ও কাইসের রিওয়ায়াত সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযীই বলেন "আবদুল্লাহ হইতে কোন হাদীসই আবূ উবাইদ শুনেন নাই।"

কাজেই দেখা যায় ইমাম তিরমিযী যে সনদটিকে অধিকতম সহীহ বলেছেন তা মুনকাতি' হওয়ায় ইমাম বুখারীর রিওয়ায়াতটি বিশুদ্ধতম প্রতিপন্ন হল। ফলে ইযতিরাব অপসারিত হল

এ সম্পর্কে ফতহুলবারী গ্রন্থের মুকদ্দিম খণ্ডে ৪০৩ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে হজর যা বলেছেন তা এই ঃ

كان دعوى الاضطراب فى هذا الحديث منتفية لان الاختلاف على الحفاظ فى الحديث لايوجب ان يكون مضطربا الا بشرطين احدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح احد الاقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح وثانيهما مع الاستواء ان يتعذر الجمع على قواعد المحدثين او يغلب على الظن ان ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب •

"আবদুল্লাহ (ইবন মস'উদ) বর্ণিত (দুই প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ইস্তিন্জা করার) হাদীসটি সম্পর্কে ইযতিরাবের দাবী অপসারিত হ'ল। কারণ কোন হাদীস সম্পর্কে হাদীসের হাফিযদের মতভেদ হ'লেই তা মুযতরব হয় না। ঐ মতভেদের সঙ্গে সঙ্গে যে পর্যন্ত আরও দুটি শর্ত পাওয়া না যায় সে পর্যন্ত ঐ হাদীসটিকে মুযতরব বলা চলবে না। ঐ শর্ত দুইটির একটি হচ্ছে—ঐ মতভেদের ধারাগুলি সম-পর্যায়ের হওয়া। কাজেই ঐ উক্তিগুলির কোন একটি যদি অপরগুলির তুলনায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হয় তা হ'লে তা ঠিক বলে মেনে নিতে হবে এবং যে উক্তিগুলির গুরুত্বের দিক দিয়া নিম্নস্তরের প্রমাণিত হয় সেগুলির কারণে ঐ উচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন সহীহ হাদীসটিতে কোন দোষ স্পর্শ করতে পারবে না।

আর শর্ত দুইটির অপরটি হচ্ছে এই—হাদীসের হাফিযদের একাধিক উক্তি সম পর্যায়ের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উক্তিগুলির সমন্বয়সাধন যদি মুহাদ্দিসীনের নিয়ম-কানুন মতে অসম্ভব হয় অথবা ঐ উক্তি সম্পর্কে যদি প্রবল ধারণা জন্মে যে, হাদীসের হাফিয ব্যক্তিটি নির্দিষ্ট ঐ হাদীসটি সঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পারেন নাই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তবে কেবলমাত্র ঐ রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে ইযতিরাবের হুকম দেওয়া যাবে।"

আবূ বাকরা রাঃ র হাদীসটি সহীহ বুখারীর দুই স্থানে 'যুদ্ধ-বিগ্রহাদি' অধ্যায়ে ও 'ফিতনাসমূহ' অধ্যায়ে; জামি' তিরমিযীর 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়ে এবং সুনান নাসাঈর 'স্ত্রীলোকদিগকে হুকম ব্যাপারে কর্মচারী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা' অধ্যায়ে সঙ্কলিত হ'য়েছে।

সহীহ বুখারীর উভয় স্থানে একই সনদ র'য়েছে এবং তিরমিযী ও নাসাঈর সনদ একই। নিম্নে সনদগুলি দেয়া হ'ল।

ইমাম বুখারীর সনদ :—

উসমান——আওফ——হাসান——আবুবকরা,

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈর সনদ ঃ

মুহাম্মদ—খালিদ—হুমাইদ—হাসান—আবু-বকরা,

সনদগুলির কোথাও ইযতিরাবের কোন নাম গন্ধও নাই।

আবূ বাকরা রাঃ-র হাদীসের মতন সম্বন্ধে ইন্‌শাআল্লাহ পরে আলোচনা করা হ'বে।

আবূ বাকরা রাঃ বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি সম্বন্ধে আর একটি আপত্তি এই ব'লে তোলা হয়েছে যে, হাদীসটির মতন অংশে গণ্ডগোল র'য়েছে বলে হাদীসটি মুযতরব এবং তাই তা পরিত্যাজ্য।

পূর্বে দেখান হ'য়েছে যে, একই মুহাদ্দিসের শিষ্যগণ যদি তাঁদের উস্তাদদের ঊর্ধতন রাবীদের নাম বল্‌তে গি'য়ে একজন একনাম বলে থাকেন এবং অপর জন অপর নাম ব'লে থাকেন এবং ঐ বিভিন্ন নামের কোন একটিকে প্রাধান্য-দান অথবা ওদের সমন্বয় সাধন যদি সম্ভব না হয় তবে তাকেই হাদীসবিদগণ মুযতরব বলে থাকেন। সনদের মধ্যে যে প্রকার মতভেদের কারণে হাদীসকে মুযতরব বলা হয় ঐ প্রকার মতভেদ যদি মতনের মধ্যে পাওয়া যায় এবং ঐ বিভিন্ন মতনের কোন একটিকে প্রাধান্য দান অথবা ওদের সমন্বয় সাধন যদি সম্ভব না হয় তবে তাকে মুযতরব বলা হবে কি-না সে সম্বন্ধে নুযহাতুন-নাযারে যা বলা হয়েছে তা উধৃত করছি ঃ

وهو يقع فى الاسناد غالبا

"ইয্‌তিরাব সচরাচর সনদ-শৃঙ্খলার মধ্যেই ঘটে থাকে।"

وقد يقع فى المتن لكن قل ان يحكم المحدث بالاضطراب بالنسبة الى الاختلاف فى المتن دون الاسناد •

"আর মতন অংশেও কখন কখন একই শাইখের দুই শিষ্যের মধ্যে ইখ্‌তিলাফ ঘটে থাকে; কিন্তু সনদের ইখ্‌তিলাফ ব্যাতিরেকে শুধু মাত্র মতন অংশের ইখতিলাফের কারণে মুহাদ্দিসগণ খুব কমই ইয্‌তিরাবের হুকুম দিয়ে থাকেন।"

ইযতিরাবের বিবরণ দেবার আগে গ্রন্থকার বলে এসেছেন যে, একই উসতাদের দুই [বা ততোধিক] শিষ্য বর্ণিত হাদীসের মতনের মধ্যে যদি ইখতিলাফ দৃষ্ট হয় এবং ঐ ইখতিলাফ যদি পরস্পর-বিরোধী হয় তা হলে মুহাদ্দিসগণ হাদীস দুটির অবস্থাবিশেষে একটিকে 'মহফূয' ও অপরটিকে 'শায্‌য্‌' অথবা একটিকে 'মা'রূফ' ও অপরটিকে 'মুনকার' ব'লে থাকেন। তারপর প্রথম অবস্থায় 'মহফূযটিকে' ও দ্বিতীয় অবস্থায় মারূফটিকে আমলযোগ্য বলে এবং প্রথম অবস্থায় 'শায্‌টিকে ও দ্বিতীয় অবস্থায় মুনকারটিকে' প্রত্যাখ্যাত বলে ঘোষণা করেন।

এই কারণে গ্রন্থকার এখানে বলেন, একই উসতাদের বিভিন্ন শিষ্যের বর্ণনায় হাদীসের মতনের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের অতীত ইখতিলাফের প্রতি কোন কোন মুহাদ্দিস শিথিলভাবে ইযতিরাব শব্দটি প্রয়োগ করে বসেছেন।

এই সব আলোচনা থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, কোন হাদীসকে মুযতরব ঘোষণা করতে হলে ঐ হাদীসের একাধিক সনদ অবশ্যই থাকতে হবে। কাজেই আবূ বাকরা রাঃ-র আলোচ্য হাদীসটি

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম বুখারী যে দুটি মতন নিজ সহীহ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ক'রেছেন সেই মতন দুটির সনদ যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকত তা হলে মুযতরবের অন্ততঃ প্রথম শর্তটি পাওয়া গেল বলে স্বীকার করা যেতে পারত। কিন্তু পূর্বেই দেখান হয়েছে যে, মতন দুটির সনদ এক ও অভিন্ন। সনদ দুটি পাক-ভারতীয় ছাপা সহীহ বুখারীর মধ্যে মিলিয়ে দেখুন—কিতাবুল মাগাযী, ৬৩৭ পৃঃ ও কিতাবুল-ফিতান ১০৫২ পৃঃ। উভয় স্থানে একই কথা—

حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابى بكرة •

প্রশ্ন উঠে সনদ যখন একই, তখন মতন দু রকম হ'ল কেন?

জওাব—সহীহ বুখারী হাদীসগ্রন্থ অধ্যয়নকারী ব্যক্তি মাত্রই ইমাম বুখারী রহঃ-র সঙ্কলন সম্পর্কে একটি বৈশিষ্ট্যের কথা নিশ্চিতভাবে অবগত না হয়ে পারেন না। বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এই:

যে হাদীসগুলিতে একাধিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে সেই হাদীসগুলিকে ইমাম বুখারী রহঃ তাঁর সহীহ গ্রন্থে অন্ততঃ একবার আগাগোড়া পুরাপুরি ভাবে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া ঐ হাদীসগুলি থেকে আর যে যে বিষয় প্রতিপন্ন হয় সেই সেই অধ্যায়ে তিনি ঐ হাদীসগুলির কেবলমাত্র প্রস্তাবানুরূপ (Relevant) অংশটি উদ্ধৃত করেছেন।

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য কয়েকটি নযীর পেশ করছি।

১। সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসটিই দেখুন। ইমাম বুখারী এই হাদীসটিকে কমপক্ষে সাত স্থানে বর্ণনা করেছেন! সনদের উর্ধতন দিকে চার স্তর পর্যন্ত সনদ একই রয়েছে—উমর রাঃ থেকে আলকা'মা—তারপর মুহাম্মদ—তারপর য়াহ্‌য়া। য়াহ্‌য়ার শিষ্য হ'চ্ছেন (ক) সুফয়ান, (খ) মালিক, (গ) হাম্মাদ ও (ঘ) আবদুল অহ্‌হাব।

আবার সুফ্‌য়ানের দুই শিষ্য (ক১)হুমাইদী পৃঃ ২ (ক২) মুহাম্মদ পৃঃ ৩৪৩ মালিকের দুই শিষ্য (খ১) 'আবদুল্লাহ পৃঃ ২১৩ (খ২) য়াহয়া পৃঃ ৭৫৯। হাম্মাদের দুই শিষ্য (গ১) মুসাদ্দাদ পৃঃ ৫৫১ (গ২) আবুন্‌নু'মান পৃঃ ১০২৮

আবদুল অহ্‌হাবের একই শিষ্য—(ঘ) কুতাইবা, পৃঃ ৯৮৯।

বুখারী খুলে দেখে যান:—

রাবী	পৃঃ	অধ্যায়	মন্তব্য
ক১	২	অহ্‌ঈর প্রারম্ভ	'আল্লার দিকে হিজরত অংশটি নাই।
ক২	৩৪৩	চুক ও বিস্মরণ	সব অংশ আছে।
খ১	১৩	নিয়তের উপরে কর্মফল	সব অংশ আছে।
খ২	৭৫৯	কোন স্ত্রীলোককে বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত	সব অংশ আছে।
গ১	৫৫১	নবী সঃ র হিজরত	দুনয়ার দিকে হিজরতের উল্লেখ প্রথমে এবং আল্লার দিকে হিজরতের কথা পরে।
গ২	১০২৮	ছল চাতুরী পরিত্যাগ করা।	সব অংশ আছে।
ঘ	৯৮৯	কসম ব্যাপারে নিয়ত	"

নোট: মতনগুলি সম্বন্ধে ছোট ছোট পার্থক্যের কথা বল্লাম না। যথা, কোন কোন মতনে انما শব্দটি আছে, কোন কোন মতনে তা নাই। কোন কোন মতনে كل শব্দটি আছে, কোন কোন মতনে তা নাই। الاعمال (বহুবচনে) আছে কোন কোন মতনে العمل (একবচনে) আছে। بالنيات (বহুবচনে) আছে, কোন কোন মতনে بالنية (একবচনে) আছে।

তারপর সহীহ বুখারীর তৃতীয় হাদীসটি দেখুন। হাদীসটি ছয় সনদেরও বেশী সনদে সহীহ বুখারীতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে ছয়টি সনদের উল্লেখই যথেষ্ট।

উর্ধতন সনদ হচ্ছে---

'আয়িশা রাঃ—উর্‌ওা—ইবনে শিহাব—উকাইল—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লাইস তাঁর পর 'লাইস' এর দুই শিষ্য য়াহ্য়া ইবনে বুকাইর ও আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ। হাদীসটি 'য়াহ্য়া' সনদে চারবার ও 'আবদুল্লাহ' সনদে দুবার উল্লিখিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ এই :

রাবী	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	মন্তব্য
য়াহ্য়া	২	অহ্ঈর প্রারম্ভ	দীর্ঘ হাদীস—পূর্ণ বিবরণ الاكرم— পর্যন্ত নাযিল হওয়ার কথা রয়েছে।
ঐ	৭৩৯	সূরা ইবরা বিসমি রাব্বিকা	দীর্ঘ হাদীস— পূর্ণ বিবরণ مالم يعلم পর্যন্ত নাযিল হওয়ার কথা রয়েছে
ঐ	৭৪০	খালাকাল ইন্সানা মিন আলাক।	মাত্র দু লাইন الاكرم পর্যন্ত নাযিল হওয়ার কথা রয়েছে।
ঐ	১০৩৩	সুস্বপ্ন দিয়ে অহ্ঈ আরম্ভ	দীর্ঘতম, পূর্ণতম হাদীস مالم يعلم পর্যন্ত নাযিল হওয়ার উল্লেখ রয়েছে।
আবদুল্লাহ	৪৮০	অযকুর ফিল কিতাবি মূসা	হাদীসের শেষার্ধ —হিরা গুহা থেকে ফিরার পরবর্তী ঘটনা।
ঐ	৭৪০	আল্লাযী 'আল্লামা বিল কলম	মাত্র এক লাইন।

এই হাদীসটির পরেই 'অহ্ঈ-বিরতি' সম্পর্কে জাবির রাঃ বর্ণিত হাদীসটি সহীহ বুখারী [পাক-ভারতীয় ছাপা] ৪৫৯, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৪০ ও ৯১৭ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হয়েছে।

ফলকথা, সহীহ বুখারীর অধিকাংশ হাদীসই সহীহ বুখারীতে একাধিকবার বর্ণিত রয়েছে এবং ঐ রিওয়ায়াতগুলির মতনে কিছু না কিছু পার্থক্য রয়েছে। সমালোচক নিজের মনগড়া যে নিয়মটিকে ভিত্তি ক'রে আবূ বাকরা রাঃ-র আলোচ্য হাদীসটি সম্বন্ধে মুযতরবের ফতওা দিয়েছেন তাঁর ঐ ভিত্তি-হীন নিয়ম মানলে সহীহ বুখারীর অধিকাংশ হাদীসকেই মুযতরব গণ্য করতে হবে। শুধু তাই নয়। অপর ইমামেরাও যে সকল হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তারও বেশীর ভাগ হাদীসকে মুযতরব বলতে হবে। ফলে হাদীস শাস্ত্রই নস্যাৎ হ'য়ে যাবে।

আবূ বাকরা রাঃ-র বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটির যে মতন সম্পর্কে আপত্তি তোলা হ'য়েছে সেই মতনটি হ'চ্ছে এই—

عن ابي بكرة قال نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل بعد ما كدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم قال : لما بلغ رسول الله صلي الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة •

তরজমা—

نفعني الله আল্লাহ আমার উপকার ক'রেছিলেন بكلمة একটি বাক্য দ্বারা।

سمعتها من رسول الله صلي الله عليه وسلم যাহা আমি রসূলুল্লাহ সাঃ-র নিকট থেকে শুনেছিলাম।

يوم الجمل জমল যুদ্ধ দিবসে।

'জমল যুদ্ধ দিবসে এই অধিকরণ কারকটির পূর্বে দুইটি ক্রিয়াপদ রয়েছে। [এক] نفعني الله আল্লাহ আমার উপকার করেছিলেন, [দুই] سمعتها আমি তা' শুনেছিলাম। কাজেই হাদীসটির এই অংশের তরজমা দু ভাবে করা যে'তে পারে। [এক] যে বাক্য দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার ক'রেছিলেন জমল যুদ্ধ দিবসে। [দুই] যে বাক্যটি আমি শু'নেছিলাম জমল যুদ্ধ দিবসে।

তারপর এই "সম্ভাব্য" অর্থ দুইটির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য হবে তা মীমাংসা করতে গিয়ে দেখা যায়—

প্রথমতঃ জমল যুদ্ধ দিবসে রসূলুল্লাহ সঃ জীবিতই ছিলেন না ব'লে জমল যুদ্ধ দিবসে রসূলুল্লাহ সাঃ-র নিকট থেকে শুনার কথাই উঠতে

www.ahlehadeethbd.org

পারে না। কাজেই ঐ অর্থটি একেবারে অবাস্তব বিধায় উহা নিশ্চিতরূপে পরিত্যাজ্য ও অগ্রাহ্য। ফলে, 'জমল যুদ্ধ দিবসে উপকৃত হওয়া' অর্থটি নিঃসন্দেহে মেনে নিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ এই মতনটিরই দ্বিতীয়ার্ধ প্রমাণ করে যে আবু বাকরা রাঃ এই হাদীসটি জমল যুদ্ধ দিবসে শুনেন নাই। তিনি উহা যখন শুনেছিলেন তা স্পষ্টভাবে দ্বিতীয়ার্ধে বলা হ'য়েছে। দ্বিতীয়ার্ধ দেখুন—

قال	আবূ বাকরা রাঃ বলেন
لما بلغ رسول الله	যখন খবর পৌঁছিল
صلى الله عليه وسلم	রসূলুল্লাহ সঃ র নিকটে
ان اهل فارس	যে, পারস্যের অধিবাসীবৃন্দ
قد ملكوا عليهم	নিজেদের উপর ক্ষমতাধিপতি করিয়াছে
بنت كسرى	পারস্য সম্রাটের কন্যাকে
قال	তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলেন—

আবূ বাকরা রাঃ কোন সময়ে রসূলুল্লাহ সঃ-কে এই বাণীটি বলতে শুনেছিলেন তা এই মতনটিতেই স্পষ্টভাবে বলা হ'য়েছে। অর্থাৎ পারস্য সম্রাটের কন্যার সিংহাসনারোহণের খবর যখন রসূলুল্লাহ সঃ পান তখন তিনি এই বাণীটি বলেন এবং সেই সময়ে আবূ বাকরা রাঃ রসূলুল্লাহ সঃ-কে এই বাণী বলতে শুনেন।

হাদীসের শেষার্ধ না দেখার ফলেই সমালোচনকারী নিজেও পথভ্রষ্ট হ'য়েছেন এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট ক'রতে প্রয়াস পেয়েছেন قد ضلوا واضلوا

তৃতীয়তঃ, সহীহ বুখারীর 'ফিৎনা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হতে থাকবে' অধ্যায়ের পরবর্তী অধ্যায়টিতে ১০৫২ পৃষ্ঠায় ইমাম বুখারীর ঐ একই সনদে বর্ণিত হাদীসটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আবূ বাকরা রাঃ বলেন, সহীহ বুখারীর সাথে মিলিয়ে দেখুন— لقد نفعني الله بكلمة ايام الجمل "নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে উপকৃত করেছেন একটি বাক্য দ্বারা জমল-যুদ্ধ দিবসে।"

ঐ বাক্যটি কী এবং ঐ বাক্যটি কোন্ সময়ে আবু বাকরা রাঃ শুনেছিলেন তা বর্ণনা ক'রে আবু বাকরা রাঃ এর পরেই বলেন,

لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارس ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة •

নবী সঃ র নিকটে যখন সংবাদ পৌঁছিল যে, পারস্য জাতি কিসরার কন্যাকে সাম্রাজ্যের অধিপতিরূপে বরণ করেছে তখন তিনি বলেন, "যে জাতিই কোন নারীকে নিজেদের শাসন ক্ষমতার মালিক ক'রে দেয় সে জাতি কোনক্রমেই কামিয়াব হবে না।"

চতুর্থতঃ ইমাম তিরমিযী তাঁর জামি' হাদীসগ্রন্থে 'ফিৎনাসমূহের অধ্যায়গুলির' শেষ অধ্যায়ের পূর্ব অধ্যায়ে আবূ বাকরা রাঃ র এই হাদীসটি যে ভাবে বর্ণনা ক'রেছেন তার মধ্যে নবী সঃ-র বাণীটি আবু বাকরা রাঃ শুনার সময় এবং ঐ বাণী দ্বারা আবূ বাকরা রাঃ-র উপকৃত হবার সময় ভিন্ন ভিন্ন ক'রে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হ'য়েছে। তাতে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, পারস্য সম্রাটের কন্যার সিংহাসনারোহণ প্রসঙ্গে নবী সঃ কে এই কথা ব'লতে আবূ বাকরা রাঃ শুনেছিলেন এবং আবূ বাকরা রাঃ ঐ বাক্য দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন জমল যুদ্ধ দিবসে।

রিওয়ায়াতটি এই—আবু বাকরা রাঃ বলেন,

عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم •

তরজমা : এমন একটি কথা আমি রসূলুল্লাহ সঃ কে বলতে শুনেছিলাম যে কথা দ্বারা আল্লাহ আমাকে [গুনাহ থেকে] রক্ষা করেছিলেন।

لما هلك كسرى قال من استخلفوا؟ قالوا ابنته •

তরজমা : পারস্য সম্রাট যখন হালাক হয়ে গেল তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "লোকে কাকে পারস্য

www.ahlehadeethbd.org

সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত ক'রেছে ?" সাহাবীগণ বলেন, "তাঁহার কন্যাকে।"

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة •

তরজমা : তখন নবী সঃ বলেন, "যে জাতিই কোন নারীকে নিজেদের শাসনক্ষমতার মালিক ক'রে দেয় সে জাতি কোন ক্রমেই কামইয়াব হবেনা।"

قال فلما قدمت عائشة يعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به •

তরজমা : আবু বাকরা রাঃ বলেন, "অনন্তর আইশা যখন বাসরা শহরে আসেন তখন রসূলুল্লাহ সঃ-এর ঐ বাণীটি আমার স্মরণ হয়। ফলে, বাণীর কারণে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেন।"

পঞ্চমত : ইমাম নাসা'ঈ তাঁর সুনান হাদীসগ্রন্থে "শাসন ব্যাপারে স্ত্রীলোকদেরে কোন পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে নিষেধাজ্ঞা" অধ্যায়ে আবু বাকরা রাঃ-র এই হাদীসটি যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে জমল যুদ্ধ দিবসের সাথে হাদীস শুনার কোন সংশ্রবই নাই। বস্তুতঃ এই রিওয়াতে জমল-যুদ্ধ দিবসের কাহিনীটির কোন উল্লেখ নাই।

ইমাম তিরমিযীর রেওয়ায়াতের ولوا امرهم امرأة "সে জাতি কোন ক্রমেই কামইয়াব হবে না"— পর্যন্ত ইমাম নাসাঈ মোটেই উল্লেখ করেন নাই।

সাত অন্ধের হাতী দেখার কাহিনা বাল্যকালে প্রায় প্রত্যেকেই পড়ে থাকে এবং ঐ পর্যন্তই বুঝে থাকে। কিন্তু ঐ ব্যাপারটি যে এ দুনইয়াতে নিত্যই ঘটে থাকে তা অনেকেই হয়ত জানেনা। আবু বাকরা রাঃ-র আলোচ্য হাদীসটির বিরুদ্ধে তোলপাড় যাঁরা ক'রেছেন ও ক'রছেন তাঁরা ঐ পর্যায়ে পড়েন কিনা তা ফয়সালা করার ভার পাঠকদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

আবু বাকরা রাঃ-র হাদীস সম্পর্কে আপত্তিগুলি খণ্ডন করা হ'ল। হাদীসটির মান-মর্য্যাদা এবং তাৎপর্য ইনশা আল্লাহ পরে পাঠকদের খিদমতে পেশ করছি।

আবু বাকরা রাঃ-র আলোচ্য হাদীসটির পার্যালোচনা প্রয়োজনের তাকীদেই দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। অবশিষ্ট বক্তব্য সংক্ষেপে পেশ করে পর্যালোচনাটি আপাততঃ মুলতবী রাখা হবে।

আলোচ্য হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম ও আলিমদের মত

১। শাহ অলীয়ুল্লাহ রহঃ তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা' গ্রন্থের 'হাদীসগ্রন্থ সমূহের মান মর্যাদা' অধ্যায়ে [১০১ পৃষ্ঠায়] বলেন,

اما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع مافيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما •

তরজমা : "সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের কথা এই—মুহাদ্দিগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, এই দুইটি গ্রন্থে যে সব মুত্তাসিল, মরফু 'হাদীস রয়েছে সবই নিশ্চিতভাবে সহীহ এবং ঐ গ্রন্থ দুটি গ্রন্থকার থেকে আমাদের পর্যন্ত মতাওাতিররূপে পৌঁচেছে।"

আলোচ্য হাদীসটি মুত্তাসিল, মরফু হওয়ায় শাহ অলীয়ুল্লাহ রহঃ-র উপরিউক্ত কালাম অনুযায়ী উহা নিশ্চিতভাবে সহীহ।

এই গ্রন্থদ্বয়ের অমর্যাদাকারী সম্বন্ধে শাহ সাহেব-এর পরে পরে বলেন,

وانه كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين •

তরজমা : "আর যে কেও ঐ গ্রন্থ দুটির মানকে তুচ্ছ করে দেখায় সে বিদআতী এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথের অনুসরণকারী।"

যে প্রকার উক্তি দ্বারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের তথা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সঙ্কলিত হাদীসের মানের হানি হয় সেই প্রকার উক্তি যে করে তাহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্বন্ধে শাহ অলীয়ুল্লার দ্বিতীয় মন্তব্যটি বড়ই কঠোর। কারণ, তিনি তাকে মুমিনদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথের অনুসরণকারী আখ্যা দিয়ে সূরা 'আননিসার' ঐ আয়াতটির আওতার অন্তর্ভুক্ত বলে ইঙ্গিত করেছেন যে আয়াতটিতে বলা হয়েছে,

"যাহার সম্মুখে হেদায়াত প্রকাশ হইয়াছে এবং যদি তাহার পরেও রসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ ধরিয়া চলে তবে সে যাহাকে অভিভাবক ধরে তাহাকে আমি তাহারই সোপর্দ করিব এবং তাহাকে জাহান্নামের উত্তাপ পোহাইতে দিব। আর পরিণতি হিসাবে উহা অতীব জঘণ্য।"

২। ইমাম তিরমিযী তাঁর জামি' গ্রন্থে প্রায় প্রত্যেকটি হাদীসের সঙ্গে সঙ্গে তার মানেরও উল্লেখ করেছেন। সহীহ, হাসান, গারীব, যাঈফ, মুযতরব, মুরসাল, প্রভৃতি যে প্রকারের হাদীস তিনি ঐ জামি' গ্রন্থে এনেছেন সেই মন্তব্যটিও তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছেন।

আবু বাকরা রাঃ-র আলোচ্য হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করার পরে বলেছেন,

هٰذا حديث صحيح

"ইহা সহীহ হাদী

এখন হাদীসটির তাৎপর্য সম্বন্ধে দুটি কথা পেশ ক'রছি।

১। আলোচ্য হাদীসটি ইমাম বুখারী রহঃ তাঁর সহীহ গ্রন্থমধ্যে "ফিতনাসমূহ" খণ্ডে, "ফিতনাসমূহ সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হ'তে থাকবে" অধ্যায়ে (মতান্তরে উক্ত অধ্যায়ের পরিশিষ্ট অধ্যায়ে) বর্ণনা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতে হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, নারীকে অধিনায়ক পদে বরণ করা শরী'আতের বিধানে এমন একটি ব্যাপক জাতীয় ফিত্না যার ফলে সমগ্র জাতির বিনাশ অনিবার্য।

২। ইমাম তিরমিযীও আলোচ্য হাদীসটি তাঁর জামি' গ্রন্থে "ফিত্নাসমূহ" খণ্ডের একটি অধ্যায়ে বর্ণনা ক'রেছেন। কাজেই তাঁরও মতে নারীকে অধিনায়ক পদে বরণ করা নিঃসন্দেহে জাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক একটি ফিত্না।

৩। ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনান গ্রন্থে "কাযীদের নীতি-পদ্ধতি" খণ্ডে "শাসন-বিচার ব্যাপারে কোনও পদে নারীদের নিয়োগের নিষিদ্ধতা" অধ্যায়ে এই হাদীসটি এনেছেন। কাজেই তাঁর মতে হাদীসটীর তাৎপর্য এই যে, কোন নারীকে বিচার ক্ষমতা অথবা শাসন ক্ষমতা দেওয়া শরী'আত মতে নিষিদ্ধ বিধায় তা অবশ্য পরিত্যাজ্য। কোন জাতি যদি এই বিধানটি অগ্রাহ্য করিয়া কোন নারীকে ঐ প্রকার কোন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে তবে সেই জাতির বিনাশ অনিবার্য।

৪। জমহুর অর্থাৎ অধিকাংশ ইমাম ও আলিমের মত এই যে, নারীকে শাসকও নিযুক্ত করা চলবে না—বিচারকও নিযুক্ত করা চলবে না।

ইমাম আবু হানীফার মতে যে সকল ব্যাপারে স্ত্রীলোকদের সাক্ষী প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে কেবল মাত্র ঐ সকল ব্যাপারে নারীদিগকে কর্তৃত্ব দেয়া যেতে পারে। সর্বসাধারণ ও যাবতীয় ব্যাপারের কর্তৃত্ব কোন ক্রমেই নারীদের দেয়া যেতে পারে না।

www.ahlehadeethbd.org

// রামাযানুল মুবারক

—মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শী

আবার বৎসরকাল পর দুনিয়ায় আত্মশুদ্ধি ও সংযমের আহ্বান শুরু হইয়াছে—

সমুদয় চেতন ও অচেতন পদার্থের সঞ্জীবন ও সংরক্ষণ কল্পে সংস্কার ও মেরামতের প্রয়োজনকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। স্থূল দেহকে রক্ষা করার জন্য নিয়মিত আহার বিহার, যৌনসম্ভোগ ইত্যাদির সুব্যবস্থা আবশ্যক হয়, রোগে পীড়ায় চিকিৎসা ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে: শীত ও গ্রীষ্মের কবল হইতে বাঁচার জন্য যে বাসগৃহের ও বস্ত্রের আবশ্যক, তাহাও মাঝে মাঝে মেরামতসাপেক্ষ হইয়া উঠে! অথচ মানুষ কেবল জড় উপাদানেরই সমষ্টি নয়, তার ভিতরে দয়া দাক্ষিণ্য প্রীতি ক্ষমা ও তিতিক্ষার যে বৃত্তিগুলি রহিয়াছে, তাহা রৌদ্র, বৃষ্টি বা সোডা ও চুনের অথবা পাথর কয়লার সৃষ্টি নয়। আণবিক অথবা হাইড্রোজেনিক শক্তিও উক্ত বৃত্তিগুলির স্রষ্টা ও উন্মেষক নয়। বস্তুতঃ আদমের বংশধরদের খমীরে যেসব গুণ মিশ্রিত করা হইয়াছে, রসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেগুলির বিশ্লেষণ আজও সম্ভবপর হয় নাই। চন্দ্র ও সূর্যলোক পর্যবেক্ষণ ও পরিক্রমণ করার জন্য মহাশক্তিশালী দূরবীণ আবিষ্কৃত আর খুদে রকম চাঁদ পর পর ছোড়া হইতেছে কিন্তু আদমের মৃন্ময় কলেবরে আল্লাহ স্বয়ং তাঁর 'রূহ' কে ফুঁকিয়া দিয়া তাহাকে সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের যে মহিমময় আধারে পরিণত করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকদের প্রেক্ষাগারে তার স্বরূপ নির্ণয় করার কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নাই। ফলে চন্দ্র ও সূর্য-লোক অবরোধ করার ভাবনায় মানুষকে গলদ্‌ঘর্ম হইতে দেখা যাইতেছে সত্য কিন্তু তার নিজস্ব অন্তর-জগতকে পরীক্ষা করিবার ও বুঝিবার মত অবসর সে এখনও করিয়া উঠিতে পারিলনা।

ঐশী শক্তির উপাদানগুলিও জড়পদার্থ ও তাহা হইতে উদ্ভূত বৃত্তিগুলির সংস্রবে মলিনতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। জড় দেহের পরিপুষ্টি যে সকল উপায়ে ও উপাদানে সাধিত হয়, অধ্যাত্মশক্তি-গুলির সঞ্জীবন ও বিকাশসাধনের পক্ষে সেইগুলিই আবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মানুষের পশুবল ও দৈহিক বলকে নিস্তেজ ও দুর্বল করিয়া ফেলিলেও তার অধ্যাত্মশক্তিকে প্রখর ও শক্তি-মান করিয়া তোলে। কাম, ক্রোধ লোভ, মদ, মোহ, পশুশক্তিরই অভিব্যক্তি স্বরূপ, কিন্তু এই সকল বৃত্তির উদ্দাম চর্চা শেষ পর্যন্ত মানুষের মনুষ্যত্বের গৌরবকে সম্পূর্ণরূপে অপহরণ করিয়া তাহাকে নিকৃষ্ট পশুর শ্রেণীতে পৌঁছাইয়া দেয়। রামাযানের পবিত্র মাস পশুবলের নিরোধ আর অধ্যাত্মশক্তির সঞ্জীবন সাধনের উদ্দেশ্যে কৃচ্ছ্রসাধনার পয়গাম বহন করিয়া পুনরায় মানব জাতির দ্বারস্থ হইয়াছে।

যারা পশুবলের সাধনা ও চর্চাকেই জীবনের বিরামহীন কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, যারা মানুষকে জড়পদার্থের পিণ্ড ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে শিখে নাই, যারা মূত্র, পুরীষ ও মৃত্তিকার স্তূপকেই মানবত্বের শেষ পরিণতি ধরিয়া লইয়াছেন, তাদের কাছে মানুষের আত্মার কোন মূল্যই নাই, তারা আত্মা ও আত্মার অমরত্বে আস্থাহীন,—তাদের হৃদয় রুগ্ন ও পীড়িত, তারা স্বার্থসর্বস্ব ও দাম্ভিক! সাম্য ও গণতন্ত্রের যত বড়াইই তারা করুকনা কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা মানবসমাজের খোলাখুলি শত্রু, তাদের নিকট হইতে মানুষের জন্য স্নেহ ও করুণার অশ্রু, মানুষের দুঃখে সহানুভূতি ও সান্ত্বনার সাহায্য আর তাদের মঙ্গল কামনার উৎসাহ প্রত্যাশা করা বাতু-লতা মাত্র। পৃথিবীতে অশান্তি ও বিদ্রোহের তাণ্ডব-লীলা জীবনের প্রত্যেক স্তরেই যেরূপ বীভৎসা-কারে দৈনন্দিন বর্ধিত হইয়া চলিয়াছে মানুষের অন্তর নিহিত স্নেহমমতার ফল্গুধারা যেরূপ দ্রুতগতিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নীরস ও কঠিন ঊষর ভূমিতে পরিণত হইতেছে, জনক জননী, পুত্র কন্যা ও স্বামী স্ত্রীর মৃতদেহকে সম্মুখে রাখিয়া মানুষ তার পশুত্বকে চরিতার্থ করার জন্য যেরূপ পিশাচের মত মাতিয়া উঠিয়াছে; এ সমস্তই হইতেছে তার অধ্যাত্মলোকের অপমৃত্যুর ভয়াবহ কিন্তু অপরিহার্য পরিণতি।

রমযানের কৃচ্ছ্রসাধনা—মুমিনের আহার বিহার, যৌন সম্ভোগ, শয়ন ও নিদ্রা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত ও সংকুচিত করিতে চায়, উহা মানুষকে প্রেম, ধৈর্য ও ক্ষমা গুণে দীক্ষিত হইবার আহ্বান জানায়, অশ্লীলতার দর্শন, শ্রবণ, উচ্চারণ ও সংশ্রব হইতে মুমিনকে দূরে সরাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। সৌজন্য ও দান ধ্যান আর পরদুঃখকাতরতায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে নির্দেশ দেয়। রমযানের সাধনা ঠিক হযরত ঈসার বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলে—"সাবধান! রমযান মাসে কাহারও প্রতিশোধ গ্রহণ করিও না, তোমাকে কেহ অন্যায় ভাবে প্রহার করিলেও তুমি তার প্রতি হস্তোত্তোলন করিও না, তুমি শুধু এই টুকু বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিও যে, "আমি আজ সংযমের সাধক"। রমযান দিবাভাগে উপবাসক্লিষ্ট ও তৃষ্ণাতুর থাকিতে আর নৈশযোগে স্বষ্টিকর্তার সন্তোষ ও সান্নিধ্য অর্জনের জন্য ইবাদত ও যিকরে, প্রার্থনা ও তিলাওয়াতে মশগুল হইতে সকলকে আহ্বান জ্ঞাপন করে।

দেড় হাজার বৎসর পূর্বে রমযানের কৃচ্ছ্রসাধনার পুরস্কাররূপে জাতির জনক ও গুরু মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) কোরআনরূপী জীবনামৃতের সন্ধানলাভ করিয়াছিলেন, আজ 'কোরআন' গ্রন্থাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু জাতির অধ্যাত্মলোক সংস্কার ও শোধনের অভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছে! কোরআনকে সচল ও জীবিত গ্রন্থ আর উহার জীবন দর্শনকে সার্থক প্রতিপন্ন করিতে হইলে রমযানের কৃচ্ছ্রসাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, মুসলমানদের জাতীয় অস্তিত্ব সর্বতোভাবে কোরআনের অনুধ্যান, অনুসরণ আর দিগ-দিগন্তে উহার প্রচারণার উপরেই নির্ভর করে।

... ...

মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদাগুলকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে,—পেটের দাবী, যৌন ক্ষুধার দাবী, নিদ্রা ও বা বিশ্রামের দাবী এবং অহমিকার দাবী। শেষোক্ত দাবীটা স্থূল (Physical) না হইলেও উহার রূপায়ণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সাধিত হয়, যেমন প্রতিহিংসা, পরনিন্দা, মিথ্যাচার ইত্যাদি। ইসলাম অহমিকার দাবীকে মানবজীবনের সকল স্তরেই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

প্রবৃত্তির দাবীগুলিকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিলে সমাজ ও দেহ বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ওগুলির উদ্দাম চরিতার্থতা মানুষের খুদীকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও মুমূর্ষু করিয়া ফেলিবে। সিয়ামের সাহায্যে প্রবৃত্তির দাবীগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উৎসাদিত না করিয়া সঙ্কুচিত ও নিরুদ্ধ করার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে এবং উহাদের দুর্দমনীয়তা ও উচ্ছৃংখলতার বিরতি ঘটান হইয়াছে।

পেটের দাবী সম্বন্ধে কুরআনে বলা হইয়াছে যে,

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل •

'পূর্ব গগনের কৃষ্ণ সুত্র-রেখায় শুভ্রধারা প্রকটিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করিতে পার অতঃপর রজনীর আগমনকাল পর্যন্ত সিয়াম যথাযথ ভাবে পূর্ণ কর,—আলবাকারা: ১৮৭ আয়ত।

উল্লিখিত আয়তের মর্মানুসারে ঊষার প্রথম উদয় ছুবহে ছাদেক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পাকস্থলীর ক্ষুধা ও হৃৎপিণ্ডের তৃষ্ণার দাবী কোনক্রমেই পূর্ণ করা যাইবে না। মানুষ দিনের বেলাতেই সাধারণতঃ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করিয়া থাকে। রাত্রির নিদ্রা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্টকে লাঘব করে; সুতরাং কর্মরত মানুষকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের নিমিত্ত সমস্ত দিবস কঠোর উপবাস পালন করিতে হইবে। শরীঅত অনুমোদিত কারণ ব্যতীত এক দিনের উপবাস ভঙ্গ করিলে তাহাকে উপর্যুপরি দুই মাস উপবাস করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

আত্মশুদ্ধি ও মানসিক উন্নতিলাভের জন্য উপবাসের রীতি সকল সমাজেই প্রচলিত আছে। কোরআনের সাক্ষ্য এই যে, পূর্ববর্তী সকল জাতির শাস্ত্রে উপবাসের বিধান বিদ্যমান ছিল। প্রবৃত্তির উন্মেষ দেহ হইতেই সাধিত হয় এবং দেহের পরিপুষ্টি খাদ্যের উপর নির্ভর করে, কুভোজনের প্রাচর্য দেহ ও মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে, মানুষকে সহানুভূতিহীন নিষ্ঠুর জীবে পরিণত করে, তাহার অধ্যাত্ম-বিকাশ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে দেহরক্ষার পক্ষে যতটুকু খাদ্য প্রয়োজনীয়, শরীরকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে দেহ অবসন্ন ও অক্ষম হইয়া যাইবে, তাহার চিন্তার সুস্থতা পীড়িত হইবে। রমযানে দিবাভাগে পানাহার নিষিদ্ধ করিয়া উপবাসজনিত শুদ্ধি অর্জনের নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে, পক্ষান্তরে রাত্রি যোগে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করার অনুমতি দ্বারা দেহকে সুস্থ রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আহারের অনুমতির মধ্যে আহার্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্দেশিত হয় নাই, কারণ বিশ্বজনীন ধর্মে সকল মানুষের জন্য তুল্য পরিমাণ ও অভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য নির্দেশিত করা সম্ভবপর নয়। চান্দ্রমাসে রামাযান সকল ঋতুতেই পড়িবে, শীত ও গ্রীষ্মকাল এবং ছোটবড় দিবস নির্বিশেষে উপবাস পালন করিয়া যাইতে হইবে। নৈশ আহারের জন্য অভ্যস্ত হইতে হইবে, শরীরকে সর্বংসহ করিয়া তুলিতে হইবে। উপবাসক্লিষ্ট দেহকে কর্মক্ষম রাখার উদ্দেশ্যে ঊষার অব্যবহিতকাল পূর্বে ছিহ্‌রী (প্রভাতী) খাওয়া সুন্নত, রসূলুল্লাহ (দঃ) উহাকে বরকত বলিয়াছেন। উহা ওয়াজিব না হইলেও ইসলামী উপবাসের বৈশিষ্ট্য। ফজর উদয়ের পূর্বে পঞ্চাশটী আয়াত তেলাওয়াত করা যাইতে পারে, এতটা সময়ের পূর্বে প্রভাতী (ছিহরী) শেষ করিতে হইবে।*

ছিহরীর শেষ সময় নির্ণয় করার একটী অভিজ্ঞতা মূলক সহজপন্থা এই যে, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত মোট ঘণ্টা ও মিনিটগুলিকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশ মোট ঘণ্টা ও মিনিট হইতে বিয়োগ দিলে সিহ্‌রীর শেষ সময় বাহির হইয়া পড়িবে।

যৌন ক্ষুধার দাবী

কাম রিপুর প্রমত্ততা ও উহার উদ্দাম চরিতার্থতা প্রকৃতিগত ভাবে মানুষকে শূকর ও বানরে পরিণত করে, অথচ শরীর ও বংশ রক্ষার জন্য যৌনক্ষুধা স্রষ্টার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। ইসলামে ব্রহ্মচর্য ও নারীবর্জনের রীতি পুণ্য ও ধর্ম নয়, যৌনক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রিত এবং উহাকে খুদীর অধীনস্ত করিয়া রাখাই ইস্‌লামী ব্রহ্মচর্য। সিয়ামের সাধনার ভিতর উক্ত ইসলামী ব্রহ্মচর্যে রোযাদারকে অভ্যস্ত করান হয়। আল্লাহর নির্দেশ এই যে,

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

সিয়ামের রজনীযোগে তোমাদের নারীগণের প্রতি তোমাদের অনুগমন আল্লাহ বৈধ করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল সায়েম মস্‌জিদে নির্জন উপাসনায় রত থাকিবেন, তাঁহাদের জন্য নিশাযোগেও নারী অনুগমনের অনুমতি নাই। ঐ একই আয়তে বলা হইয়াছে—

ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

"এবং তোমাদের নারীদের সহিত মিলিত হইওনা, যখন তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ করিবে"—আলবাকারা: ১৮৭ আয়ত।

নিদ্রা ও বিশ্রামের দাবী

অনেক মনে করেন যে, আহার ও মৈথুনের সংযম রমযানে যখন কেবল দিবাভাগের জন্য নির্দিষ্ট তখন রাত্রির ভূরিভোজন ও ইন্দ্রিয়সেবার সাহায্যে সুদে আসলে উক্ত সংযমের ক্ষতিপূরণ করার বিধান ইস্‌লাম প্রদান করিয়াছে, কিন্তু এই ধারণা অতিশয় গর্হিত ও মূর্খতাব্যঞ্জক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোরআনের অবতরণ এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক উহার অনুশীলন রমযানের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ সিয়ামের অন্যতম কর্তব্য স্বরূপ ঘোষণা দিয়াছেন—

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم

* বুখারী [১] ২১৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তোমরা মাসের গণনাকে পূর্ণকর এবং আল্লাহ তোমাদিগকে যে হিদায়ৎ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার তক্‌বীর ঘোষণা করিতে থাক। (১৮৫ আয়াৎ)

বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি আবু হোরায়রার, (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে,—

كان يامر بقيام رمضان

রসুলুল্লাহ (দঃ) রমযানে নৈশ ইবাদতের জন্য আদেশ করিতেন। * রামাযানের প্রত্যেক রজনীতে জিব্রীল সমভিব্যাহারে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক কোরআনের অনুশীলন ও পঠন, আল্লাহর প্রশংসা এবং জয়ঘোষণার নির্দেশ এবং রমযানের রাত্রে ইবাদৎ ও তেলাওতের উদ্দেশ্যে জাগ্রত ও দণ্ডায়মান থাকার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক উম্মতকে আদেশ দেওয়ার পর রমযানের রাত্রিগুলিতে ভূরিভোজন, নারী সম্ভোগ ও নিদ্রায় অতিবাহিত করার অবকাশ থাকেনা। রমযানে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁহার বাণীর তেলাওতের জন্য তারাবীর নামাযে ও নামাযের বাহিরে কোরআনের পঠন ও পাঠন, অনুশীলন ও অনুধাবনের জন্য রাত্রিজাগরণ করা সিয়ামের বৈশিষ্ট।

অহমিকার দাবী

সিয়ামের অপরিহার্য সাধনার মধ্যে মিথ্যাচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকা অন্যতম। বুখারী আবুহোরায়রার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى ان يدع طعامه وشرابه *

যে ব্যক্তি মিথ্যা উক্তি ও আচরণ পরিহার করিল না,—অল্লাহ তাহার পানাহার বিরতির কোন প্রয়োজন বোধ করেন না।§ বুখারী তাঁহার অন্য রেওয়ায়তে গোঁয়ার্তুমি (والجهل) শব্দ বর্ধিত করিয়াছেন। তাবারানি আনছের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—

من لم يدع الخنا والكذب

যে ব্যক্তি অশ্লীলবাক্য ও মিথ্যাকথা পরিহার করিল না তাহার উপবাস থাকার আবশ্যক নাই।* মিথ্যাকথন, মিথ্যাসাক্ষ্য, অশ্লীলতা, পরনিন্দা প্রভৃতি সমস্তই যুর ও কিযুবের অন্তর্গত।

বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل انى صائم مرتين *

তোমাদের কেহ যে দিবস ছিয়াম পালন করিবে সেইদিন অশ্লীলতা ও অশালীনতার আশ্রয় লইবে না—চীৎকার করিবে না, কোন ব্যক্তি তাহার সহিত মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হইলে বা গালাগালি করিলে, দুইবার বলিবে আমি সিয়াম পালন করিতেছি। †

কোরআন ও সুন্নতের নির্দেশমত যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করিবে, পূর্ণ একটি মাস ধরিয়া আহার, যৌন-সম্ভোগ ও নিদ্রার সংযম অবলম্বন করিবে, ক্রোধকে দমন করিবে, কটু ও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিবেনা, পরনিন্দা, মিথ্যাচরণ ও নির্লজ্জ উক্তি ও আচরণ এবং গোয়ার্তুমি হইতে বিরত থাকিবে। কেহ অন্যায়ভাবে তাহার সহিত কলহ বা মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেনা বা আত্মরক্ষার জন্য হাত তুলিবে না এবং উত্তর করিবেনা, রাত্রি জাগিয়া নমাযে দাঁড়াইয়া রহিবে, কোরআনের পঠন ও পাঠন, অনুধাবন এবং দোআ ও তছ্‌বীহে মশগুল থাকিবে, ভৃত্য ও পরিচারকদিগের শ্রম লাঘব করিয়া দিবে, দান ও খয়রাতে মুক্তহস্ত হইবে এবং এ কৃচ্ছ্রসাধনায় পূর্ণ এক মাস কাটাইয়া

* বুখারী [১] ২১২ পৃঃ।

§ বুখারী (১) ২১৪ পৃঃ।

* নয়লুল আওতার (৪) ১৭৭ পৃঃ
—বুখারী (১) ১১৩ পৃঃ; নয়লুল আওতার (৪) ১৭৮ পৃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিবে, তাহার চরিত্রের মাধুর্য কতটা হৃদয়গ্রাহী, তাহার খুদী কতদূর শক্তিশালী এবং তাহার আত্মা কি পরিমাণ বিশুদ্ধ ও ঈমান বর্ধিত হইয়া উঠিতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আল্লাহ বলেন,

يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، الصيام لي وانا اجزي به والحسنة بعشر امثالها ٠

সায়েম ব্যক্তি আমার জন্য পানাহার ও নারী-সম্ভোগের বাসনা পরিহার করে। সিয়ামের ইবাদত শুধু আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং তাহার প্রতিদান প্রদান করিব এবং প্রত্যেক সদাচরণের দশগুণ পুরস্কার প্রদান করা হইবে।*

সিয়ামের ইবাদত আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হইবার তাৎপর্য এই যে, অন্যান্য ইবাদতের বিপরীত ইহার অনুষ্ঠান ও আচরণ লোক চক্ষুর অন্তরালেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। লোকসমক্ষে আমরা রোযাদার হইবার বড়াই করিতে পারি, কিন্তু যথাযথভাবে ও নিষ্ঠা সহকারে আমরা সিয়ামের কৃচ্ছ্রসাধনা উদ-যাপন করিতেছি কিনা, যিনি সকলের চক্ষু নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন এবং যাহার নিকট সংগোপিত বস্তু মাত্রই সুপ্রকাশিত, একমাত্র তাঁহার চক্ষুই তাহা দর্শন করিবে; সুতরাং সিয়ামের পুরস্কার শুধু তাঁহার নিকট হইতেই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। [সঙ্কলিত]

* বুখারী (১) ১১৩ পৃষ্ঠা;
নায়লুলআওতার (৪) ১৭৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আলহাম্‌দু-লিল্লাহ! প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্ব শৃঙ্খলার সাথে সুসম্পন্ন হল। কোথাও কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ফিত্‌না ফাসাদ ঘটল না। শুক্‌র আল্লার।

আবার আলহাম্‌দু-লিল্লাহ—নির্বাচনের ফল দেখে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই পাকিস্তানকে সাময়িকভাবে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করলেন।

লাখ লাখ দরূদ ও সালাম শেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সঃ-র উপর নাযিল হউক! দুনয়ার ব্যাপার ছাড়া অপর সকল ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যা বলাতেন তিনি তাই বল্‌তেন—নিজের তরফ থেকে কিছুই বলতেন না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন—

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى ۝

"তিনি খুশী খেয়াল মত কিছু বলেন না—তাঁর প্রতি যা কিছু অহ্‌ঈ নাযিল হয় তিনি তাই বলেন।"

সেই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সঃ-র একটী ভবিষ্যদ্‌-বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সন্দেহাতীত রূপে য়াকীন রাখি যে, পাকিস্তান ধ্বংস হবার যে একটী উপকরণ প্রবল ঝঞ্ঝারূপে উত্থিত হ'য়ে সারা পাকিস্তানকে উদ্বেলিত ক'রে তুলেছিল আল্লাহ তা'আলা সেই ঝঞ্ঝাকে—সেই ফিত্‌নাকে আপাততঃ প্রশমিত করলেন।

আলহাম্‌দু লিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!

রসূলুল্লাহর সঃ-র ভবিষ্যদ্‌বাণী

রসুলুল্লাহ সঃ যে সকল ভবিষ্যদবাণী করেছেন তা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা মুমিনদের ঈমানের একটা অঙ্গ। আর তাই, হযরতের যামানার তামাম মুমিন তার যথার্থতা সম্বন্ধে অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় রাখতেন। শুধু তাই নয়—বরং রসুলুল্লাহ সঃ-র পরম শত্রু কাফেররাও যে তাঁর ভবিষ্যদবাণীর সত্যতায় বিশ্বাস রাখত—তার বহু প্রমাণ হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বুখারী হাদীস গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ রাঃ র যবানী বর্ণিত আছে, হিযরতের পরে বিখ্যাত আনসারী সা'দ ইব্‌ন মু'আয 'উমরা পালন উদ্দেশ্যে এক সময়ে মক্কা আসেন। এবং নিজ পুরাতন বন্ধু বিখ্যাত মুশরিক উমাইয়া ইব্‌ন খলফ-এর বাড়ীতে অবস্থান করেন। অনন্তর, দুপুরে নির্জনে বন্ধু উমাইয়ার হিফাযতে সা'দ রাঃ বাইতুল্লার তওাফ করতে থাকেন। এমন সময়ে আবু জহল সেখানে উপস্থিত হয়ে সা'দ রাঃকে লক্ষ্য ক'রে উগ্রস্বরে বলে উঠে, "তোমরা মুহাম্মদকে আশ্রয় দিয়ে কোন্ সাহসে নির্ভয়ে কা'বার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তওাফ করতে এসেছ!" এই ব'লে, তাদের মধ্যে ঝগড়া বচসা হতে থাকে। ইতিমধ্যে উমাইয়া সা'দকে লক্ষ্য ক'রে ব'লে উঠে "দেখ, দেশের মহান নেতার সাথে বাদানুবাদ ক'র না"। এই ব'লে উমাইয়া সা'দকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে। উমাইয়ার এই বাধা প্রদানে বিরক্ত হয়ে সা'দ ব'লে ওঠেন, "ছাড় এসব; আমায় বাধা দিও না। আমি মুহাম্মদ সঃকে নিশ্চিত ভাবে এ কথা বলতে শুনেছি যে তিনি তোমাকে হত্যা করবেন।" উমাইয়া বলে, "আমাকে!"

সে বলে, "হাঁ, হাঁ—"

তখন সেই মুশরিক কাফির উমাইয়া বলে "আল্লার কসম মুহাম্মদ যে কথাই বলে মিথ্যা বলে না।

অনন্তর, উমাইয়া বাড়ী ফিরে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলল "আরে শুনেছ, আমার এই সা'দ ভাই কি বলে!"

তার স্ত্রী বলল, "কি বলেছে সে?"

উমাইয়া বলল "সে বলে যে, সে মুহাম্মদকে নিশ্চিতভাবে বলতে শুনেছে যে, সে আমার হত্যাকারী হবে"!

উমাইয়ার স্ত্রী বলল, "আল্লার কসম, মুহাম্মদ মিথ্যা বলে না।"

অনন্তর, মুশরিকরা যখন বদর অভিযানের আয়োজন করছিল সে সময়ে উমাইয়াকে তার স্ত্রী বলে, "তোমার মদীনার ভাই টি তোমাকে যা বলেছিল তা কি তোমার মনে নেই?' ফলে, উমাইয়া যুদ্ধ অভিযানের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। কিন্তু আবুজহলের নিরন্তর ফুসলানিতে অবশেষে উমাইয়া বদর যুদ্ধে বের হয় এবং 'আজ ফিরে যাব', 'কাল ফিরে যাব' ক'রতে করতে বদর প্রান্তরে নিহত হয়।—বুখারী, পৃষ্ঠা ৫১২—৫১৩

এই ধরণের একটি ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে—

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

"যে জাতি নিজেদের শাসন ক্ষমতা কোন স্ত্রীলোকের উপরে ন্যস্ত করে সে জাতীর কখনই কল্যাণ হইবে না"।

আহলে-হাদীস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নতের অকুণ্ঠ প্রচারক। আহলেহাদীস কুরআন ও সুন্নতের বিরুদ্ধে কোন ইমাম বা পীর বা মওলানার বাণীকে উর্দ্ধে স্থান দেয় না, দিতে পারে না। কাজেই সুন্নাত যেখানে নারীর অধিনায়কত্বের চরম অপকারিতার কথা ঘোষণা করেছে সেখানে আহলে হাদীস জামা'তের সকলেরই কর্ত্তব্য ঐ কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে প্রচার করা। এই কর্তব্য পালনে অধিকাংশ আহলে জামাত বরং বলা যেতে পারে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাহাদের কর্তব্য পালন করেছেন, তারা আদর্শ ও নীতির উপর অটলভাবে কায়েম ছিলেন। তবে দুঃখের বিষয় হ'লেও একথা অনস্বীকার্য যে, জামাতের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ, কোন কোন 'আলিম ও নেতৃস্থানীয় লোক তথাকথিত আলিমদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারে হাদীসের প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা প্রদর্শন করেছেন।

মানুষ মাত্রেরই ভুল চুক হয়ে থাকে। আর ভুল চুক হলে তা বুঝা মাত্রই তওবা করাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিনের কাজ।

রমযান

দুনয়ার মুসলিমের সৌভাগ্যের অন্যতম প্রতীক রমযান সমুপস্থিত। বছরে এই মাসকে আল্লাহ'তালা মানুষের সাধনার জন্য নির্ধারিত করেছেন। এই মাসে পানাহারে সংযম অবলম্ব-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নের মাধ্যমে প্রত্যেক মুমিন মুসলিমকে যেমন শারীরিক গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাধনা করতে হয় তেমনি তাকে মিথ্যা-কথা, গীবত, অপবাদ প্রভৃতি বাচনিক দোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হয় এবং হিংসা দ্বেষ ক্রোধ, আসক্তি প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিকে দমন ক'রে আত্মিক শুদ্ধি-লাভ উদ্দেশ্যেও তাকে চরম সংযম অবলম্বন করতে হয়। এক মাস ধরে শারীরিক, বাচনিক, মানসিক সংযম অনুশীলন করলে তার 'আসর ও প্রভাব কয়েক মাস পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলবৎ থাকতে বাধ্য। তারপর, মুসলিমের ঐ সাধনা, ঐ সংযম কিছু দুর্বল হ'তে না হ'তেই আবার আসে দ্বিতীয় রমযান অনুরূপ সাধনার নির্দ্দেশ নিয়ে। এই মাসে মুসলিম তার ঈমানকে আমূল সঞ্জীবিত করে তুলবে—এই হচ্ছে রমযানের উদ্দেশ্যে। তাই আমরা রমযানের পূর্ব পর্যন্ত ঈমান ব্যাপারে যে সব দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়েছি সেই দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আমাদেরে নূতন দীক্ষা গ্রহণ ক'রতে হবে। আমরা আহলুল হাদীস—আমরা হাদীসের প্রতি যদি ইতিপূর্বে অন্যায় অবিচার করে থাকি—অশ্রদ্ধা অথবা অবজ্ঞা দেখিয়ে থাকি তার জন্য অন্তর থেকে তওবা ক'রে আজ আমরা আমাদের ঈমানের তাজদীদ ক'রতে হবে এই বলে :—

"হে আল্লাহ আমরা প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে—কুসংগের প্রভাবে প'ড়ে—অন্যায় হিংসা দ্বেষে উত্তেজিত হয়ে তোমার যে সকল হুকমের অবমাননা করেছি—তোমার হাবীব হযরত মুহাম্মাদ সঃ-র নির্দ্দেশের প্রতি যে অবহেলা দেখিয়েছি তার জন্য আমরা তোমার দরবারে অন্তর থেকে তওবা করছি। তুমি আমাদের তওবা কবুল কর এবং আমাদেরে তওফীক দাও, আমরা যেন কুরআন ও সুন্নাতের বিধানগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলতে পারি।"

আমরা আহলুল হাদীস—দাগাবাযী জানি না, মূলে আল্লাহ ও রসূল ছাড়া কারো কথা মানিনা।

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার, ১৯৬৪

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যিলা ঢাকা

জুলাই মাস অফিসে প্রাপ্ত

১। ইকুরিয়া পশ্চিম পাড়া জামাত হইতে মারফত মাষ্টার সায়দাতুল্লাহ পোঃ ধামরাই কুরবানী ১০৲ ২। শামছুন্নাহার বেগম ১৯নং সেগুণ বাগিচা এককালীন ১০৲ ৩। আলহাজ্ব হাফেয মোহাঃ ইউসুফ সাং ফারাজিকান্দা পোঃ মদনগঞ্জ, কুরবানী ১০৲ ৪। আলহাজ্ব মোহাঃ হেলালুদ্দীন সাং পুটিনা পোঃ খাস দাউদপুর কুরবানী ২০৲ ৫। মোহাঃ ছিদ্দিক হোসেন সাং ইকুরিয়া, পোঃ ধামরাই কুরবানী ১৲ ৬। মওলানা আবদুল মান্নান আজহারী ফোলার রোড কুরবানী ১০৲ ৭। মোহাঃ আবদুশ শুকুর, মদনপাল লেন এককালীন ৫০৲ ৮। মোহাঃ আজির উদ্দীন ভূঞা সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর কুরবানী ৭৫ ৯। মোহাঃ মুসলিম বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫০ ১০। মোহাঃ আবদুস সামাদ ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১১। মোহাঃ আবদুল গফুর ঠিকানা ঐ কুরবানী ২.৫০ ১২। মোহাঃ আমেজ আলী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫০ ১৩। মুন্সী মোহাঃ ইয়াছিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫০ ১৪। আবদুস সামাদ ভূঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫০ ১৫। মোহাঃ নুরুল ইসলাম ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৬। মোঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন খান ঠিকানা ঐ উসর ৪.৫০ ১৭। মোহাঃ রোস্তম আলী খান ঠিকানা ঐ উশর ৫৲।

আদায় মারফত মুন্সী আব্বাস আলী সাহেব সাং ব্রাহ্মণ খালী

১৮। মনছুর রহমান মোল্লা সাং আলামপুর কুরবানী ১.৫০ ১৯। মোহাঃ ইমাদ উদ্দীন বেপারী কুরবানী ১৲ ২০। মোহাঃ ইয়াকুব আলী সাং কালানি ফৎরা ৫.৫০ ২১। মোহাঃ আকবর আলী মোল্লা সাং কালনি ফিৎরা ৪৲ ২২। মোহাঃ হোসেন আলী ভূঞা সাং গোবিন্দপুর কুরবানী ২৲ ২৩। মোহাঃ ইউসুফ আলী প্রধান সাং মুজিপাড়া কুরবানী ১৲ ২৪। মোহাঃ হোসেন আলী খান কুরবানী ১৲ ২৫। মোহাঃ ছাগু মুন্সী, গোবিন্দপুর কুরবানী ১৲ ২৬। মোহাঃ আজর উদ্দীন মুন্সী মাঝিপাড়া কুরবানী ১৲ ২৭। মোহাঃ হাফিজ উদ্দীন সাং ঘোলকিনা কুরবানী ১৲ ২৮। মোহাঃ সফদর আলী বেপারি সাং শিমুলিয়া পোঃ কাঞ্চন কুরবানী ৫০ ২৯। মোহাঃ শহর আলী সাং পাঁচবাগ কুরবানী ১৲ ৩০। হাফিজ উদ্দীন আহমদ, কুরবানী ১৲।

যিলা মোমেনশাহী

অফিসে প্রাপ্ত

১। মোঃ জালাল উদ্দীন সাং বড় কয়া পোঃ বাউসি বাজালী, এককালীন ৫৲ ২। মোঃ নুরুলহক সাং গোয়াডাঙ্গা পোঃ ঐ কুরবানী ৪'৭৫

যিলা রাজশাহী

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোঃ তমিজউদ্দীন শাহ সাং হামির কুৎসা পোঃ গোয়াল কান্দি কুরবানী ৫৲ ২। মুন্সী মোঃ লস্কর আলী প্রামাণিক সাং মান্দাইল পোঃ মোজাহার গঞ্জ ফিৎরা ৫'৫৫ উশর ২০৲ ৩। মোঃ মোঃ আজহার হোসেন সাং শেখ পাড়া জামাত হইতে পোঃ চাঁচকৈড়, কুরবানী ১৪'৭০

আদায় মারফত মৌঃ মোঃ জার্জিস সাহেব

৪। মৌঃ মোঃ জার্জিস সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামাড়া কুরবানী ২'২৫ ৫। মোঃ আতিকুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবান ১৲ ৬। মৌঃ মোঃ রহমতুল্লাহ মিঞা রাজশাহী কুরবানী ৫৲ ৭। আলহাজ মোঃ ইউসোফ মিঞা সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা কুরবানী ১৲ ৮। মোঃ মাহতাব উদ্দীন, সাং মালোপাড়া পোঃ ঐ কুরবানী

www.ahlehadeethbd.org